দিন বনমধ্যে লইয়া যাইতাম যথেষ্ট ঘাসে চরাইতাম দুগ্ধ দোহন করিয়া উদরপূর্ত্তি করিয়া পান করিতাম তদুপরি আরোহণ করিয়া কাননমধ্যে বেড়াইতাম তাহাতে বড় সুখে ছিলাম এই কারণে সে মহিষী আমার মনে যেমন অনুক্ষণ পড়ে তেমন স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় নয় কিন্তু মধ্যে২ মনে হয়।

ইহাতে অধ্যাপক কহিলেন ভাল পারা যাইবে তুমি স্ত্রীতে আসক্তচিত্ত তো নও যদি তাহা হইতা তবে তোমার বিদ্যা সর্ব্বথা হইত না যেহেতুক সর্পসহবাসহইতে যাদৃশ সাধ্বস তাদৃশভীতিজনতা সহাবস্থানহইতে যার ও উত্তমান্ন ভোজনেতে বিষাশনবৎ বিরক্ত যে ও রাক্ষসীন্যায় স্ত্রীরদের হইতে সভয় যে এবং সাধুপুরুষেরদের পরমেশ্বরেতে যাদৃশী ভক্তি তাদৃশ ভক্তিমান গুরুতে যে মহাত্মারা তাঁহারাই বিদ্যা প্রাপ্ত হন। যদ্যপি বিদ্যালাভের কারণইত্যাদি অনেক শাস্ত্রে কহিয়াছেন তথাপি নারীপরায়ণতা বিরহ শাস্ত্রানুশীলনের অনুকূল যাদৃশ হয় তাদৃক যে অন্য হয় ইহা আমার বিবেচনাতে আইসে না। কেননা যাহার বুদ্ধিরূপ পতিত ভূমিতে প্রতীপদর্শিনীধ্যানরূপ বহ্নিজ্বালা শশ্বৎপ্রজ্বলিত হইতে লাগিল তাদৃশ বুদ্ধি ভূমিতে গুরুবাপিত উপদেশরূপ বীজের অঙ্কুররূপে প্ররোহহইতে পারে না প্রত্যুত পাতমাত্রে দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হয়। অতএব শাস্ত্রকার্ত্তারা কামিনী জিজ্ঞাসা জ্ঞানমাত্রপ্রতিবন্ধিকা ইহা কহিয়াছেন তাহা যেন তোমার কদাচ না হয় এবিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবা। কিন্তু সম্প্রতি তোমাকে এক আদেশ করি তাহাই কর তোমার চিত্ত যদি মহিষীতে অত্যন্তাসক্ত হইয়াছে তবে তাহাকেই অনুক্ষণ ভাব কেননা নানা বিষয়বিক্ষিপ্তচিত্ত এক পদার্থ প্রতিক্ষণ ভাবনাপরিপাকেতে একাগ্রতাপন্ন হইয়া শাস্ত্রতত্ত্বার্থ ধারণাতে সমর্থ হয় অন্যথা হয় না। যেমন গোশৃঙ্গেতে সর্ষপ স্থির হইতে পারে না তেমনি বৃশ্চিকদষ্ট বানরপ্রায় বিক্ষিপ্ত পুরুষের মানসেতে গুরুপদিষ্টার্থ ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইতে পারে না। গুরুহইতে এই উপদেশ পাইয়া তদবধি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ গমনকরত অবস্থিতিকরত উপবিশত ইতস্ততো ভ্রমণকরত ঐ মহিষীর চিন্তনা প্রোষিতপতিকা যুবতী সতীপত্নীর পতিভাবনা প্রায় করিতে লাগিল। এই মতে কিছু দিবস অতীত হইলে পর গুরু এক দিন কুটীরমধ্যস্থিত ঐ শিষ্য

কে ভোজন করিতে আহ্বান করিলেন তাহাতে শিষ্য ভগ্নমহিষী ভাবন হইয়া কহিল যে আমি কিরূপে কুটীরহইতে নির্গত হইব আমার শৃঙ্গদ্বয় কুটীরদ্বারে বাধিবে অর্থাৎ ঠেকিবে। শিষ্যের এই বাক্য শুনিয়া গুরু সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন হে প্রিয় শিষ্য আইসং তুমি শৃঙ্গী নও কিন্তু নর নরের বিষাণ কখনো হয় না শাস্ত্রপ্রণেতারা নরবিষাণ গগণকমলিনী বন্ধ্যাপুত্রপ্রভৃতিকে অলীক পদার্থ করিয়া কহিয়াছেন। অলীকপদার্থ সেই হয় যে যে যে পদ সে সকল অর্থবিশিষ্ট হয় যেমন ঘটাদি পদের কম্বুগ্রীব পৃথুবুধ্নোদরাকার দুব্যাদি অর্থ হয় তেমনি নরবিষাণাদিও পদ বটে তাহার কিছু অর্থ থাকিবে ইত্যাকারজ্ঞানাধীন অনুমানবশত আপাতত পদার্থরূপে প্রতীয়মান হইয়া বিশেষ পর্য্যালোচনাতে অবস্তুরূপে প্রতীত বিষয় যে হয়। দেখ দেখি ভাবনার এ বড় অদ্ভুত শক্তি যে অসিদ্ধবস্তুও সিদ্ধবৎ প্রতীত হয় অতএব শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থসকল যে ভাবনাতে সিদ্ধ হবে তাহা কি কহিব। আজি অবধি এইরূপ ভাবনা শাস্ত্রেতে কর তবে তোমার ঝটিতি শাস্ত্রার্থ সাক্ষাৎকার হবে। অতএব শাস্ত্রে কহিয়াছেন যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশীতি এইরূপে ধনুর্বিদ্যা জিজ্ঞাসুর হস্তজড়তা দূরীকরণপুরঃসর শীঘ্রহস্ততাসম্পাদনার্থ কর্ণপর্য্যন্তকরাকর্ষণাভ্যাস প্রায় মহিষীভাবনাভ্যাসবশতঃ অনবস্থিত চিত্ততানিরাকরণপূর্ব্বক অনন্যমনস্কতা সম্পাদন করাইয়া শিষ্যকে শাস্ত্রপাঠ করাইতে লাগিলেন।

এ শাস্ত্র অতীবদুর্গম ইহা মনে করিয়া সে শাস্ত্রপাঠ ত্যাগ করিবে না প্রত্যুত তৎপর হইয়া যত্নেতে সেই শাস্ত্রের পাঠ করিবে কেননা দুঃসাধ্যসাধনই পুরুষার্থ সুসাধ্যসাধন কাপুরুষ হইতেও হয়। ইহার কথা টুণ্টনী নামে কথকগুলি অতিক্ষুদ্র পক্ষী সাগরতীরে গুল্ম বৃক্ষেতে বহুকালাবধি নীড় অর্থাৎ বাসা করিয়া থাকে। এক দিবস ঐ পক্ষিসকল স্বস্বশাবক অর্থাৎ ছানাদিগকে বাসাতে রাখিয়া আহারার্থে ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া আপনারা ক্ষুধাতে অত্যন্তপীড়্যমান হইয়াও অপত্য স্নেহেতে স্বোদর পূরণ না করিয়া বহুতর তণ্ডুলকণা স্বস্বচঞ্চুপুটেতে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধ্বশ্বাসেতে বেগাতিশয়ে উড়িয়া আসিয়া সমুদ্রতটে উপস্থিত হইল। অনন্তর পরিতঃ অবলোকন করিয়া স্বস্ব

নীড় ও অণ্ড ও শাবকসকল কিছুই দেখিতে না পাইয়া বিস্ময়াপন্ন ও শোকার্ত্ত হইয়া আকাশে সকলি মণ্ডলীভূত হইয়া কলকল ধ্বনিতে বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। পরে এক পক্ষী কহিল বিপৎকালে ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর উপায় চিন্তা কর্ত্তব্য বিস্ময় ও বিষাদ ও ভয় ও শোক করণীয় নয় শোকেতে যে মনের অনুধাবন সে প্রজ্ঞাকে নষ্ট করে যেমন সমুদ্রেতে প্রচণ্ডতর বায়ুর অনুধাবন অর্ণবযানকে নষ্ট করে। অতএব তোমরা সকলে শোকসাগরেতে অনবরতোন্মজ্জন নিমজ্জন বিহ্বল স্বস্ব চিত্তকে ধৈর্য্য পর্ব্বতারূঢ় করিয়া সুস্থির কর। চিত্তবৈক্লব্য অকর্ত্তব্য যেহেতুক বৈক্লব্য ক্লীবের অনুসর্ত্তব্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া পক্ষিসমূহ একত্র হইয়া নির্জন স্থানে বসিয়া আমূলত উপায় চিন্তা করিতে লাগিল আমারদের নীড় ও ডিম্ব ও অর্ভকসকল কে নষ্ট করিল। যদ্যপি বাতবেগেতে কিম্বা কোন মনুষ্যাদিতে করিয়া থাকিত তবে পালক কিম্বা ভগ্নাণ্ডাদি কিঞ্চিৎ চিহ্ন থাকিত তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও নাই একদা নির্লেপ হইয়া সকলেই গিয়াছে। অতএব তাহা নয় বুঝি এসাগর কল্লোলরূপ করেতে আহরণ করিয়া আমারদের শাবকাদি সকল স্বোদরেতে পূরণ করিয়াছে যেহেতুক গুল্মেতে অর্থাৎ ঝোপেতে সংলগ্ন ফেণ দেখিতে পাই লোকেরাও কহিয়া থাকে বড়র বড় পেট এ দুষ্পূরোদর সাগরের কুম্ভীর নক্র মকর শিশুমার সঙ্কব রাঘব তিমিঙ্গিল তিমিপ্রভৃতি নানাবিধ যাদোগণ স্বোদরান্তর্গত করিয়াও আকাঙ্ক্ষাও নিবৃত্তি নাই। যে আশ্রিত প্রতিবাসি ক্ষুদ্রতর পক্ষি আমারদের শিশুগুলি সকল গ্রাস করিল হায় এ জড়াত্মা নীচগাপতি শরণাগত সমূলোন্মূলন করিল আমরা অন্য দেশহইতে আহার আহরণ করিয়া ইহার পয়োমাত্র পান করত ইহাকে বড় জানিয়া বিশ্বাসপ্রযুক্ত ইহার নিকটে নিবাস করিয়া ছিলাম। আমারদের এই দীর্ঘ প্রত্যাশা ছিল যে কখন বিপদ উপস্থিত হইলে ইহাহইতে পরিত্রাণ পাইব অন্যহইতে রক্ষাকরা থাকুক স্বতই সর্ব্বনাশ করিল। নদীজাতিতে বিশ্বাস করিবে না এ নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধাচরণের ফল প্রত্যক্ষ করাইল। যদ্যপি এ সমুদ্র নদীপতি হউক তথাপি নদীজাতি বটে যেমন পশুপতি কেশরী কি পশু নয়।

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষি কহিল এমন হইতে পারে না ইনি

সাগর সগরনামা সূর্য্যবংশীয় মহারাজাধিরাজহইতে ইহাঁর জন্ম সদ্বংশজাত। মহতের ক্ষুদ্র জনেরা শরণাপন্ন হইলে তাঁহারদের তাহারদিগেতে অত্যন্ত মদীয়ত্ব বুদ্ধি হয়। ধন দিয়া ও প্রাণও দিয়া সজ্জনেরা পরোপকার করেন। দেখ মহাকুলীন মহর্ষি অত্রি মুনির পুত্র চন্দ্র স্বশত্রু সৈংহিকেয় গ্রাসকালে স্বয়ং বিপত্তিগ্রস্ত হইয়াও নিরতিশয় সুখসাধন পুণ্য পুঞ্জপ্রদানদ্বারা পরোপকার করেন। ইহা শুনিয়া সেই পক্ষী পুনর্ব্বার কহিল ওহে ভাই পিতৃ গুণেতে বংশগুণেতে কিছু করে না দেখ কুম্ভহইতে জন্মিয়াছে যে অগস্ত্য মুনি তিনি সমুদ্র শোষণ করিয়াছেন কুম্ভ এক কূপকেও শুষ্ক করিতে পারে না দন্তাগ্রোদ্ধৃতসকাননপর্ব্বতপৃথিবি মহাবরাহের বংশজাত আধুনিক শূকরেরা স্বঘাতকহস্তহইতে আপনারদিগকেও উদ্ধার করিতে পারে না বিড়্ভোজনমাত্রে প্রাণধারণ করে। অতএব সর্ব্বজন নিজগুণেতে প্রতিষ্ঠা পায় এ লবণোদ দুরাত্মা অত্যন্ত চপল আপনাকে রত্নাকর মানিয়া ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্য হইয়াছে যার সম্পত্তি বিপক্ষপক্ষেরা অবেক্ষণ না করে ও সুহৃজ্জনেরদের ভোগে না আইসে এমন যে সম্পত্তি সে কেবল বিপত্তি দুষ্টের সম্পত্তি না হওয়াই ভাল। যেহেতুক দুষ্টের সম্পত্তি স্বোন্মত্ততার নিমিত্তে হয় শক্তি পরপীড়নের নিদান হয় বিদ্যা ইতর পরাভবের কারণ হয় সাধুপুরুষেরদের যে ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা ও সামর্থ্য সে কেবল দানার্থ জ্ঞানার্থ পরবিপদ্‌পরিত্রাণার্থ হয়। অতএব সজ্জনেরদেরই সম্পত্তি হওয়া ভাল অতএব এজড়াত্মা সমুদ্রের যে ঐশ্বর্য্য সামর্থ্যবিশিষ্টতা তাহাকে ধিক্‌। আর যে ঐশ্বর্য্যমদোন্মত্ত হইয়া পরহিংসারসেতে রসিক হয় তাহার অচিরেই সমূলোন্মূলন হয়।

সংপ্রতি স্বজাতীয় বান্ধবদিগকে সম্বাদ দেও এবং স্বজাতীয় ও বিজাতীয় মিত্র লোকদিগকেও সমাচার দেও। অযোধ্যাধিরাজ রাজন্য দশরথের নন্দন শ্রীরামচন্দ্র বানরজাতীয় সুহৃৎ সুগ্রীব সাহায্যে নানাজাতীয় বানর ভল্লূকযূথকে সহায় করিয়া স্বদারাপহারি দশকন্ধর রাক্ষসকে সবংশে বিনাশ করিয়া বৈরশুদ্ধি করিয়াছেন। অতএব স্বজাতীয়ই হউক কিম্বা বিজাতীয়ই বা হউক উত্তম মিত্র স্বতঃপরত আপদহইতে উদ্ধার করে। অতএব যাহার যে মিত্র যে কোন স্থানে আছে তাঁহারদিগকেও

তথাহইতে আহ্বান করিয়া আন এ সময়ে পর প্রার্থনাতে যে মানহানি হয় তাহা কেহ মনে করিও না। "অপমানং পুরস্কৃত্য স্বকার্য্যং সাধয়েদ্বুধঃ"। ইহা নীতিবিশারদেরা কহিয়াছেন এবং কাহারো প্রতি কাহারো মনের মালিন্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা সকলে নিঃশেষ করিয়া পুঁছিয়া ফেলাও পশ্চাৎ যাহার যে মনে থাকে সে তাহা করিও। যেমন আত্মীয় পদেতে যখন কণ্টক বিদ্ধ হয় তখন কণ্টকান্তর গ্রহণ করিয়া যে কাঁটা পায়ে ভুঁকিয়া থাকে তাহাকে বাহির করিয়া পশ্চাৎ গৃহীত কণ্টককেও ত্যাগ করে।

এই মন্ত্রণা করিয়া যে২ স্থানে স্ববংশ ও স্বস্বমিত্রেরা ছিল সে২ স্থানহইতে তাহারদিগের আহ্বান করিয়া আনিয়া কর্ত্তব্যাবধারণার্থ পরামর্শ করিতে লাগিল। হে বন্ধু লোকেরা শুন বিপত্তিকালে উৎসবকালে দুর্ভিক্ষকালে রাষ্ট্র বিপ্লবকালে অর্থাৎ দেশোপদ্রবকালে রাজস্থানে ও শ্মশানস্থানে যে সাহায্য করে তাহাকেই মিত্র বলি এই মিত্রের লক্ষণ। আর আমরা সংপ্রতি বিপন্ন হইয়াছি তোমরা আমারদের যথা শক্তি আনুকূল্য কর। ইহা শুনিয়া বান্ধবেরা কহিল উপকারাপকার মিত্র শত্রুর লক্ষণ তোমারদের এ বিপৎকালে আমরা যদি কার্য্যে না আইসি তবে আমরা কিসের মিত্র অতএব আমারদের সর্ব্বথা সর্ব্বতোভাবে তোমারদের উপকার করা কর্ত্তব্য কিন্তু সহসা কোন কর্ম্ম করাতে শেষ ভাল নহে। অতএব বিচারপূর্ব্বকই সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্য যেহেতুক অবিবেক পরমাপদের স্থান পরামর্শ করিয়া কর্ম্মকারি পুরুষকে তদীয় বিচার গুণেতে লুব্ধ হইয়া সম্পত্তিরূপ স্ত্রীরা স্বতঃ স্বয়ম্বরণ করেন। এতদ্বিষয়ে এক কথা আছে তাহা শুন।

কোন কবি এক মহাধনিক বণিকনিকটে এক কবিতা করিয়া বিক্রয় করিতে লইয়া গেলেন সে কবিতার অর্থ অব্যবহিত পূর্ব্বেই লেখা আছে। মহাজনকে কহিলেন এ শ্লোক তুমি আমাহইতে ক্রয় কর মূল্য একশত স্বর্ণ দেও। মহাজন কহিল এ শ্লোকেতে কি হয় কবি কহিলেন সর্ব্বার্থ রক্ষা হয়। বণিক কহিলেন দ্রব্যের গুণ না জানিয়া ক্রয়করা হয় না গুণ জানিলে

মূল্য দিতে পারি এইক্ষণে আমার নিকটে এই শ্লোক রাখিয়া যাও এ দ্রব্য এমন নয় যে আমার কাছে রাখাতে তোমাহইতে যাবে। কবি কহিলেন ভাল তাহাই হউক এ শ্লোকের প্রয়োজন জানিলে আমাকেতো এক শত স্বর্ণ দিবে বণিক কহিলেন অবশ্য দিব অন্যথা কখনো হইবে না। ঐ কবি এইরূপে বণিককে প্রতিশ্রুত করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। মহাজন ঐ কবিতা অন্তঃপুরে শয়নাগারের পাষাণময় ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে দ্বিতীয়ং কুসুমং।

তৃতীয় কুসুম।

তদনন্তর কিছু দিবসের পর ঐ বণিক বাণিজ্যকরণার্থে অর্ণব যানেতে নানাবিধ সামগ্রী বোঝাই করিয়া অজ্ঞাতগর্ভা পত্নীকে স্বালয়ে রাখিয়া বিদেশ গমন করিলেন। নানা দেশীয় বহুবিধ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় প্রতিদানেতে অনেক ধন লাভ করিয়া ষোড়শবর্ষোত্তর স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরে স্বসার্থ বয়স্যের সহিত পরামর্শ করিলেন যে হে বয়স্য আমি যখন বাটীহইতে প্রস্থান করি তখন আমার স্ত্রী তরুণী ছিল আর বাটীতে প্রাচীনা অভিভাবিকা স্ত্রী কেহ নাই একে যুবতী তাহাতে স্বতন্ত্রা আমার ভার্য্যা এ কারণ আমার সন্দেহ হয় না জানি এতাবৎকালপর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহারে আছে। এবং নীতি শাস্ত্রেও কহিয়াছেন নারী যদি স্বক্রোড়স্থিতাও হউক তথাপি পরিরক্ষণীয়া অর্থাৎ এ আমার নিকটে আছে ইহাহইতে কুকর্ম্ম হইতে পারিবে না ইহা মনে করিয়া তদ্বিষয়ে অসাবধান হইবে না। আমার ভার্য্যা ষোড়শ বৎসর হইল আমাছাড়া হইয়া আছে না জানি কেমন আছে হে বয়স্য স্ত্রীবিষয়ে এক কথা আছে তাহা কহি শুন।

এক রাজকীয় লোক থাকে তাহার জারাসক্তচিত্তা এক ভার্য্যা থাকে ঐ রাজপুরুষ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালাবধি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজসেবা করিতে যায়। ইত্যবসরে তাহার ভার্য্যা

একাকিনী গাত্রে প্রচুর হরিদ্রা লেপন করিয়া বাটী নিকটস্থ নদী সন্তরণ করিয়া পরপারবাসি অতিবলবান এক কোটালের সঙ্গে লীলারঙ্গ হাস্যপরিহাসাদিপূর্ব্বক অত্যুৎকট স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পুনর্ব্বার শরীরে বরবর্ণিনী বিলেপন করিয়া স্রোতঃস্বতী বাহুতরণ করিয়া শ্রমপ্রযুক্ত অকাতরে পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রা যায়। তাহার ভর্ত্তা প্রহরদ্বয়োত্তর স্বনিবাসে আসিয়া স্বপ্রেয়সীসমভিব্যাহারে শয়ন করে। তাহার ঐ ভার্য্যা প্রাতঃকালে বায়সসমূহের শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া ও মা এ কি এতাদৃশ কাতরোক্তি করিয়া কাঁপিতে২ নিজবাহুদ্বয় লতা পাশেতে স্বামিকণ্ঠ গ্রহণ করত মিথ্যাচারে অত্যন্ত ভয়েতে মূর্চ্ছিতা প্রায় হয়। তদনন্তর তৎপতি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অস্ত ব্যস্তে স্বপ্রিয়াননে জল প্রক্ষেপ করিয়া আহা আমার প্রেয়সী অতি সুকুমারী অন্তঃপুরের বাহির কখনো হন নাই কিছুই দেখেন নাই এবং কিছুই শুনেন নাই কেবল গৃহপঞ্জরকোকিলা ইত্যাকার করুণোক্তিকরত স্বপ্রিয়ার শরীরে হাত বুলাইয়া মায়া মূর্চ্ছা মোচন করিত। অনন্তর ঐ স্ত্রী পতিকে কহিত হে প্রাণনাথ প্রতিদিবস প্রত্যূষ সময়ে এ গুলা কি ডাকে শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয় ও মা এ বালাই গুলার ডাক এমন কেন আজিহইতে এ পাপ গুলার ডাক এমত যেন না হয় তাহা তুমি কর তোমার পায়ে পড়ি আমার মাথা খাও ভাগ্যে২ আজি বাঁচিলাম এমনি হইতে২ না জানি কোন দিন মরিয়া যাইব।

স্ত্রীর এই বাক্য শ্রবণমাত্র স্বনারী কপটাচারে বঞ্চিত তৎপতি সুপ্রভাত২ হাহতোস্মি একি অমঙ্গল বাক্য তোমার বালাই লইয়া তোমার সৌন্দর্য্যেতে ও সুশীলতাতে অসহমানা পাপীয়সীরা মরুক এমন কথা আর কখনো মুখে আনিও না এইরূপ প্রিয়বাদ করিয়া কান্তামুখচুম্বনপূর্ব্বক কৈতব ভয়াপনোদন করিয়া নৈত্যিক কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তমান হইত। পরে ঐ আতিথেয় গৃহস্থের গৃহে কমণ্ডল্বাচারি সন্ন্যাসির প্রায় এক ব্রহ্মচারী আসিয়া বেলা বসানে উপস্থিত হইল। ইহা শুনিয়া পক্ষিরা কহিল কমণ্ডল্বাচারি সন্ন্যাসী কেমন অন্যপক্ষী উত্তর করিল এক ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি সদ্বংশজাত হইয়াও জন্মক্ষণদোষেতে বড় চোর হইলেন দৈবাৎ এক দিবস কোন স্থানে স্বলোপ্তু অর্থাৎ বমাল চৌর্য্যেতে ধরা

পড়াতে অপমান পাইয়া স্বদেশহইতে দূরদেশ গমন করিলেন।
তাহা উচিত কেননা। "সতাং মানে ম্লানে মরণ মথবা দূরগম
নং" ইতি। অনন্তর সন্ন্যাস করিলেন এইরূপে সন্ন্যাসী হইয়াও
স্বভাব দোষেতে যন্ত্রিত হইয়া অন্যান্য সন্ন্যাসিরদের নিদ্রাকা
লে একের কমণ্ডলু অন্যের কাছে রাখেন অন্যের কমণ্ডলু আর
এক জনের কাছে রাখেন এইমতে কমণ্ডলু বিনিময়রূপ কমণ্ডল্বা
চার করেন। প্রাতঃকালে সেই সন্ন্যাসিরা স্বস্বকমণ্ডলুর ব্যত্যাস
দেখিয়া স্ববিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্যত্যাসকারি ঐ সন্ন্যা
সিকে দূর করিয়া দিলেন। এ কথার তাৎপর্য্য স্বভাবাতিক্রম
দুর্ঘট। এতাদৃশ কমণ্ডল্বাচারি সন্ন্যাসির ন্যায় ঐ অতিথি ব্রহ্ম
চারী ছিল যেহেতুক ইনি ও বিটপতাদোষেতে সর্ব্ববন্ধুজনন্য
ক্কৃত হইয়া বিবেকেতে ব্রহ্মচারী হইয়াছেন।

অনন্তর ঐ আতিথেয় গৃহিব্যক্তি দিবাবসানে আগত পূর্ব্বাপ
রিচিত আগন্তুক অতিথি ব্রহ্মচারিকে দেখিয়া কৃতকৃত্য ও ধন্যবাদ
করিয়া স্বয়ং ভক্তিশ্রদ্ধা সৎকারাতিশয়ে প্রণাম স্বাগত প্রশ্ন পা
দ্যার্ঘ্য প্রদানানুষ্ঠান পুরঃসর আসবাব স্থাপন ভোজন শয়ন ক
রাণ লক্ষণ আতিথ্য ঐ অতিথি ব্রহ্মচারির করিয়া রাজসেবার্থে গ
মন করিল। তৎপর উপপতিসমীপগমনার্থে উদ্যামব্যগ্রচিত্তা
তৎপত্নী ঐ অতিথিকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করে ওগো ব্রহ্মচারি
গোঁসাই মহাশয়ের নিদ্রা হইল ব্রহ্মচারী কহিল উহুঁ তন্দ্রাই
হইতে দিতেছে না নিদ্রা কি হবে কানের কাছে মশাগুলা ভেন২
করে। তখন ঐ স্ত্রী স্বসখীসহিত উকিমারিয়া দেখে ও কানাকা
নি করে আইসে যায় আবার আইসে আবার যায় আমর এ পা
পটার চক্ষে কি ঘুম নাই ইহা চুপেচুপে কহে। এইরূপে অতিশয়
অস্তব্যস্ত হইয়া অতিথিকে কহিল তোমার কি আজি নিদ্রা হই
বে না ব্রহ্মচারী এই হয় ইহা কহিয়া নিদ্রাব্যাজে নাশাশব্দ করি
তে লাগিল। তদনন্তর ঐ স্ত্রী অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তা হইয়া গাত্রে যথেষ্ট
হরিদ্রা অনুলেপন করিয়া নদী সন্তরণপূর্ব্বক জারালয়ে গমন ক
রিল। ব্রহ্মচারী স্বভাবদোষে কৌতুকদর্শনার্থী হইয়া প্রচ্ছন্নরূপে
তৎপশ্চাৎ গমন করিয়া নিভৃতস্থলে থাকিয়া ঐ স্ত্রীর চরিত্রসকল
দেখিয়া শয়ন স্থানে আসিয়া নিদ্রিত হইয়া থাকিলেন। এইরূপে
উপপতিসমীপোপস্থিতা অভিসারিকা ঐ কামিনী অত্যন্ত কা

মুক জারসঙ্গে কামকলালীলাবিলাসপূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বিলক্ষণমতে স্বাভিলাষ সম্পূর্ণ করিয়া পূর্ব্ববৎ অনেক হলুদ মাখিয়া নদী সাঁতারিয়া ঘরে আসিয়া খাটে অকাতরে শুইয়া থাকিল। অনন্তর দুইপ্রহর রাত্রির পর তৎপতিও আসিয়া তৎসহিত স্বাপাবেশে থাকিল।

পরে প্রাতে ঐ গৃহপতি মুখপ্রক্ষালন শৌচাচমনাদি প্রাতঃকৃত্য করিয়া বৃহ্মচারিসমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ করিল। বৃহ্মচারী আশীর্ব্বাদ করিলেন ও কহিলেন "দিবাবিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীং" অর্থাৎ যে দিবসে কাকের ডাকে ভয় পায় সে রাত্রিতে একলা নদী সন্তরণ করে। গৃহী বিমনা হইয়া কহিলেন "তত্র ন কৃভয়ংনাস্তি"। অর্থাৎ সে নদীতে কি কুমিরের ভয় নাই বৃহ্মচারী উত্তর করিলেন "তদ্বিজানন্তি তদ্বিদঃ" অর্থাৎ কুমীরের ভয় নিশ্চিতরূপে যে জানে সে কুমীরের ভয় যাহাতে না হয় তাহাও জানে। এই কহিয়া বৃহ্মচারী গেলেন। গৃহী বৃহ্মচারির এই কথাতে সন্দিগ্ধ হইয়া সেই দিবস রাজসেবার্থ গমনচ্ছলে নদীপারে রহঃস্থানে লুক্কায়িত হইয়া স্বস্ত্রীর চরিত্র তাবদ্দেখিয়া মনে করিল ওরে বৃহ্মচারী যাহা কহিয়াছিল সে সকলি সত্য। নক্রভয়েতে গাত্রে হরিদ্রালেপন করে শ্রুত আছে হরিদ্রা কুম্ভীর জাতির বিষ স্ত্রী হইয়া ইহার এপর্য্যন্ত অনুধাবন হায় এবড় দুর্দ্দৈব ইনি আমার প্রেয়সী ইহার কুহক বিড়ম্বনাতে আমি এতাবৎকালপর্য্যন্ত বিড়ম্বিত হইয়াছিলাম এ স্ত্রী হইয়া আমাকে লীলামর্কট প্রায় করিয়া রাখিয়াছিল এতদিনে সকল প্রকাশ হইল আমি কেবল বর্ব্বর। "ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ"। পূর্ব্বে এ সকল কিঞ্চিন্মাত্রও জানিতে পারি নাই। এইরূপে নানাপ্রকার অনুশোচন ও পশ্চাত্তাপ করিয়া তদবধি ঐ স্ত্রীতে বীতরাগ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল।

ঐ মহাজন কহিলেন হে সখা স্ত্রীজাতি এমন হয় স্ত্রীরদের মুখপ্রফুল্লপদ্মাভ বচন পীযষপ্রবাহপ্রায় হৃদয় শাণিত তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারসমান তাঁহারদিগের চেষ্টিত কে জানিতে পারে। আর স্ত্রীরদের প্রিয় কেহ নাই অপ্রিয়ও কেহ নয় যেমন গোসকল অরণ্যে দিনে২ নব২ ঘাস প্রার্থনা করে তেমনি স্ত্রীরা

অহরহ নবং পুরুষসঙ্গরসাভিলাষ করে ইহা নীতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে অতএব আমাকে আপন পত্নীর রীতি বুঝিতে হয়। ইহা কহিয়া আগমনবার্ত্তা বাটীতে না দিয়া আপনি একাকী হঠাৎ স্বকীয় অন্তঃপুর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শয়নাগারে স্বীয় স্ত্রী নিদ্রাতে আছে তৎসমীপে এক ষোড়শবর্ষীয় যুবাপুরুষ শয়ন করিয়াছে। ইহা দেখিবামাত্রে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ স্ত্রীপুরুষকে যুগপৎ ছেদন করিতে খড়্গোদ্যম করিবামাত্রে সেই কবিদত্ত পদ্য যে স্থানে লেখা ছিল সেই স্থানে লাগিল। অনন্তর মহাজনের ঊর্দ্ধদৃষ্টি হওয়াতে নয়ন গোচর ঐ শ্লোকের "হঠাৎ কোন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নয়" এই অর্থ অতি প্রচণ্ডতর ক্রোধের সম্বরণ করিল। পশ্চাৎ মহাজন স্থিরচিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে স্বপুত্রত্বরূপে নিশ্চয় করিয়া ঐ কবিকে সহস্র স্বর্ণ দিয়া স্ত্রীপুত্রকে লইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পক্ষী কহিল হে বন্ধু লোকেরা অতএব আমি কহি সহসা কোন কর্ম্ম করা ভাল নহে কিন্তু বিচার করিয়া করা ভাল। নীতিজ্ঞেরা কহেন যে স্বসমানের সহিত বৈর ও প্রীতি ও বিবাহকরণীয় এবং আপনহইতে যে বড় তাহার সঙ্গে বিবাদ করা উচিত নয় এবং অনেকের সহিত যুগপদ্ বিরোধ কর্ত্তব্য নয়। এসমুদ্র আমারদের অপেক্ষায় সহায় সম্পত্তি সামর্থ্য সর্ব্বপ্রকারেই বড় আমরা ইহার সমান কোন মতেই নই আর ইহার বিরুদ্ধ আমারদের হইতে কি হইতে পারিবে। কার্য্যমাত্র সাধন সামগ্রী সাপেক্ষ আমরা অতিক্ষুদ্র পক্ষী আমারদের কার্য্যসাধন সামগ্রী পক্ষপাদ চঞ্চুপুটমাত্র অতএব এতাদৃশ সমুদ্রের ঈদৃশ আমারদের এতাবন্মাত্র সাধনসাধ্য যে কার্য্য হয় তাহাই আরম্ভ করা উপযুক্ত হয়। ইহাতে অন্য একপক্ষী উত্তর করিল যে শত্রুকে ছোট জানিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক উপহাস করিয়া নিশ্চিন্ত হয় সে তাহাহইতে অবশ্য বিনাশ পায় ইহা নীতিবিশারদেরা কহিয়াছেন। অতএব আমরা যে উপায়েতে ইহার অনিষ্টাচরণে প্রবর্ত্ত হইবা সে উপায়েতে কিম্বা আমাসবাতেই তুচ্ছজ্ঞানে উপহাস্য করিয়া এ সমুদ্র নিরদ্যুক্তই হউক কিম্বা অনবহিতই বা হউক অবশ্য কিছু হইবে তবেই এ স্বমহত্ত্বাভিমান প্রযুক্ত শত্রুত্বে তাচ্ছল্যরূপে নিজদোষেতেই নষ্ট হইবে।

ইহা শুনিয়া আর এক পক্ষী কহিল সে উপায় কি যাহাতে আমারদের হইতে এ সমুদ্রের অনিষ্ট হইবে। ঐ পক্ষী কহিল শুন আমারদের সমুদায়ের মধ্যে কেহ চঞ্চুতে ও পক্ষদ্বয়েতে সাগর হইতে জল উঠাইয়া শুকনাতে ফেলাও এবং ঐ আর্দ্র শরীরে ভূমি লুণ্ঠন করিয়া সমুদ্রে ডুব আবার সেই গাত্র সংলগ্নজল ডেঙ্গাতে ঝাড় কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া সমুদ্রে ফেলায় আবার সমুদ্রে ডুবিয়া গা শুষ্ক স্থানে ঝাড় এইরূপ করিতে২ ক্রমে২ কালক্রমে পয়োনিধি শুষ্ক হইবে। ইহা শুনিয়া সেই পক্ষী জিজ্ঞাসা করিল এ উপায়ে এ সমুদ্র কতকালে শুকাইবে। ইহাতে সেই পক্ষী কহিল শুন যে সকল কার্য্য সে সব এক পরমেশ্বর কর্তৃক পরমেশ্বরই চেতন চেতনই কর্ত্তা হয় অস্মদাদি অতীতানাগতবর্ত্তমান যে সকল জীববর্গ সে সকলি অচেতন অতএব কার্য্যকর্ত্তা নয় কর্ত্তা কেবল চেতনরূপী পরমেশ্বর। তবে যে গত গম্য সম্প্রতিকালীন জীবসংঘাতের কর্তৃত্ব সে কেবল অয়োগোলকন্যায়ে হয় যেমন তোপের গোলার যে দাহক্রিয়া কর্তৃত্ব সে তাহাতে থাকে যে অগ্নি তাহারই কিন্তু স্থূলদর্শিরা কহে তোপের গোলা পোড়াইতেছে বস্তুশক্তি বিবেচকেরা তাহা কহে না কহে অয়োগোলকাবচ্ছিন্ন বহ্নি দাহ করিতেছে তেমনি বাহ্যদর্শিরা কহে সে আমি তুমি ইনি করিয়াছে করিতেছে করিবে করিয়াছি করিতেছি করিব করিয়াছ করিতেছ করিবা করিয়াছেন করিতেছেন করিবেন। তত্ত্বজ্ঞানিরা ব্যবহার কালে যদ্যপি তেমনি কহুন তথাপি পরমার্থতঃ তাহা কহেন না কহেন সর্ব্বশরীরাবস্থিত চেতনরূপি পরমেশ্বর সন্নিধানবশতঃ কার্য্যমাত্র হইতেছে এবং সর্ব্বত্রাবস্থিত চেতনরূপি পরমেশ্বরের চেতনতাতেই স্বান্তঃকরণ সকল শরীরিরদিগের চেতনতা। নিরন্তঃকরণ স্থাবরশরীরিরদের চেতনতা নাই যেমন সর্ব্বত্র সমভাবে পতিত সূর্য্যরশ্মির চাকচক্যেতেই কাচভূমির চাকচক্য তদিতর ভূমির চাকচক্য হয় না এই সকল বেদের পরমসিদ্ধান্ত। অতএব হে ভ্রাতারা মিথ্যা ভ্রম দূর কর জ্ঞানচক্ষুতে দেখ তিনিই সকলি করেন এবং দেখিতেছেন শুনিতেছেন তাঁহার কাছে ছোট বড় সকল সমান অতএব আইস সকলে ঐকমত্য ও ঐকবাক্য কর যেমন কূর্ম্মেরা স্বকীয় অণ্ডেতে নিশ্চল দৃষ্টি রাখিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। যেমন বা ডুবারুরা স্বনাশা পুটদ্বয়ে

উচ্ছাস নিঃশ্বাসার্থ প্রবিষ্ট নলদ্বয়েতে একান্ত সাবধান থাকিয়া গভীর জলে নিমগ্ন হইয়া দ্রব্যান্বেষণ করে তেমনি ঈশ্বরেতে প্রণিহিতমনা ও জাগরূক হইয়া স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মকরণে নিমগ্ন হও তিনি অবশ্য আমারদের মনোরথসিদ্ধ করিবেন এইরূপ বিশ্বাস কর অসম্ভাবনা কদাচিৎ করিও না। এ বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস শুন।

দণ্ডকারণ্যে প্রাচী নদীতীরে বহুকালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না। দৈবাৎ ঐ তপোধনের তপোবনেতে এক দিবস নারদ মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ তপস্বী বহুমান পুরঃসর পাদ্যার্ঘ্যাসন দান ও স্বাগত প্রশ্ন করিয়া নারদ মুনিকে নিবেদন করিলেন। হে ঈশ্বরদর্শি মুনি বহুকালব্যতীত হইল আমি তপস্যা করিতেছি তপঃসিদ্ধি হয় না কতকালে আমার তপঃসিদ্ধি হইবে ইহা আপনি ঈশ্বরসমীপে জানিয়া আমাকে আজ্ঞা করিবেন। তাপসের এই বাক্য শুনিয়া নারদ মুনি ঈশ্বরসন্নিধানে গিয়া তাহার কথা নিবেদন করিলেন। ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন ঐ তাপসের তপোবনোপকণ্ঠে যে অতিবৃহৎ তিন্তিড়ী বৃক্ষ আছে সে বৃক্ষের যত পত্র তত শত বৎসরে তার তপস্যাসিদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের এই আজ্ঞা নারদ শুনিয়া ঐ তপোধনকে কহিলেন তপোধন শুনিবামাত্র পরমাহ্লাদে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন ও কহিলেন ভাল কখনো হউক আমার তপঃসিদ্ধি হইবেতো তপস্বী এইরূপে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া নারদমুনির নিকটে বসিয়া আছেন ইত্যবসরে পরমেশ্বর স্বয়ং ঐ তাপসের আশ্রমে আসিয়া তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন। হে তাপস অদ্য তোমার তপঃসিদ্ধি হইল তাহার বিলম্বের কারণ যে সকল পাপ ছিল তাহা তোমার নিষ্ঠার এতাদৃশী পরাকাষ্ঠাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে ক্ষমা করিলাম এইরূপে ঐ তপস্বিকে তপঃসিদ্ধি বরপ্রদান ককিয়া ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। তদনন্তর নারদমুনি ঐ তপোধনকে কহিলেন হে তপস্বি কার্য্যসিদ্ধির কালের কিছু ইয়ত্তা নাই কিন্তু পুরুষের বিশ্বাসপূর্ব্বক আত্যান্তিক নিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট পরমেশ্বরের প্রসাদ যখন

হয় তখনি কার্য্যসিদ্ধি হয় দ্বৈধ যাবৎ থাকে তাবৎপর্য্যন্ত কার্য্য সিদ্ধিহইতে পারে না।

অতএব কহি হে বন্ধুবর্গেরা অসম্ভাবনা ত্যাগ করিয়া কার্য্যং বা সাধয়েৎ শরীরং বা পাতয়েৎ ইত্যাকারক সুদৃঢ় আগ্রহ করিয়া কার্য্যসিদ্ধির উপায়করণে সকলে প্রবর্ত্ত হও। এই রূপ পরামর্শ করিয়া সকল পক্ষিরা একত্র হইয়া সমুদ্রশোষণার্থে কেহ বা সমুদ্রে ডুব দিয়া ডেঙ্গাতে গা ঝাড়ে আবার ধূলাতে গড়াগড়ি দিয়া সমুদ্রে ডুবে এইরূপ পৌনঃপুন্যে করিতে লাগিল। কেহ বা চঞ্চুতে তৃণাদি আহরণ করিয়া জলে ফেলায় জলে ডুবিয়া ভূমিতে পাখা ঝাড়ে এইরূপ পুনঃপুনঃ করিতে লাগিল এতদ্রূপ ব্যাপার অহোরাত্র অবিশ্রান্ত বহু দিনপর্য্যন্ত পক্ষিসমূহেরা করিল। অনন্তর ঈশ্বর পারিষদ এক মহর্ষি অর্ণবতীরে আসিয়া পক্ষিরদের তাদৃশ ব্যাপার দেখিয়া তাহারদিগকে জিজ্ঞাসিয়া আমূলতঃ তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া ঈশ্বরসমীপে গিয়া কথাপ্রসঙ্গে কৌতুকরূপে পক্ষিরদের বিষয় ঈশ্বরকে বিজ্ঞাপন করিলেন। ঈশ্বর কহিলেন পক্ষিরা যদি সমুদ্রশোষণার্থে একান্ত যত্নবান হইয়াছে তবে যে সমুদ্র শুষ্ক হইবে এ কি আশ্চর্য্য লোকের প্রযত্নেতে অসাধ্য কিছুই থাকে না পুরুষ ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করিলে দুঃসাধ্য সিদ্ধি করিতে পারে। পরমেশ্বরের এতাদৃশ ইচ্ছা হওয়াতে অগস্ত্য নামে মুনি সমুদ্র পান করিয়া মরুভূমি প্রায়ঃ করিলেন এইরূপে ঈশ্বরপ্রসন্নতাতে অগস্ত্যমুনিদ্বারা পক্ষিরা প্রাপ্তমনোরথ হইয়া বৈরনির্য্যাতন করিল এইরূপে সমুদ্র শুষ্ক হইয়া বহু দিনপর্য্যন্ত ছিল পশ্চাৎ সগর সন্তানেরদের খননেতে পূর্ব্ববৎ জলেতে সম্পূর্ণ হইল। এ কথার তাৎপর্য্য কেহ আপনাকে বড় জানিয়া অহঙ্কার না করে ও কাহাকেও ক্ষুদ্র জানিয়া অবজ্ঞা না করে ও পুরুষকারের অসাধ্য কিছু নয় ইত্যাদি।

অশক্যাধ্যবসায় করা উচিত নয় ইহার কথা অত্যন্ত সাহসিক ও সাহঙ্কার এক জন কোন পণ্ডিতের স্থানে দ্রব্যের পরিমাণ চারি প্রকার হয় অণুমহৎ হ্রস্ব দীর্ঘ। তাহার মধ্যে মহৎ পরিমাণ আকাশের যেহেতুক আকাশ সকলহইতে বড়ো ইহা শ্রবণ

করিয়া মনে করিল যে আকাশ যদি সর্ব্বাপেক্ষায় বড়ো তবে আমাহইতেও বড়ো হইল ইহাকে কোন মতে খাট করা কর্ত্তব্য। অতএব আমি আকাশকে খড়্গেতে খণ্ড২ করিব ইহা মনে করিয়া অসি হস্তে লইয়া আস্ফালন করিয়া এই আকাশকে খণ্ড২ করি ইহা কহিয়া প্রত্যহ আকাশে খাঁড়া ঘুরায়। দৈবাৎ এক দিবস ঐ উদ্‌ঘূর্ণায়মান খড়্গ তাহারি গ্রীবাতে লাগিল তাহাতেই সে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল।

যার যে শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও অধীত নয় সে শাস্ত্রেতে তাহার উপদেশ গ্রাহ্য করিবে না ইহার কথা। এক রাজার নিকটে বিপ্রাভাষ নামে এক বৈদ্য থাকে সে চিকিৎসাতে উত্তম তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি হইলে পর ঐ রাজা রামকুমার নামে তৎপুত্রকে তাহার পিতৃপদে স্থাপিত করিলেন। ঐ ভিষক্‌পুত্র রামকুমার ব্যাকরণসাহিত্য কিঞ্চিৎ পড়িয়া ব্যুৎপন্ন ছিল কিন্তু বৈদ্যকাদি শাস্ত্র কিঞ্চিন্মাত্রও পঠিত ছিল না। রাজানুগ্রহেতে স্বপিতৃপদাভিষিক্তহওয়াতে রোগিরা চিকিৎসার্থে তাহার সন্নিধিতে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। পরে এক দিবস এক নেত্ররোগী ঐ রামকুমার বৈদ্যপুত্রের নিকটে আসিয়া কহিল হে বৈদ্যপুত্র আমি অক্ষিপীড়াতে অতিশয় পীড়িত আছি দেখ আমাকে এমন কোন ঔষধি দেও যাহাতে আমার নয়নব্যাধি শীঘ্র উপশম পায়। রুগ্ননেত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ চিকিৎসকসুত অতিবড় এক পুস্তক আনিয়া খুলিবামাত্রে এক বচনার্দ্ধ দেখিতে পাইল সে বচনার্দ্ধ এই "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌচ্ছিত্ত্বা গুদং দহেৎ" ইহার অর্থ নেত্ররোগ হইলে নেত্ররোগির কর্ণদ্বয় ছেদন করিয়া লোহ তপ্ত করিয়া তাহার পোঁদে দাগ দিবে এই বচনার্দ্ধ পাইয়া ঐ ভিষক্‌নন্দন নেত্ররোগিকে কহিল হে রুগ্নাক্ষ এই প্রতীকারে তোমার ব্যাধির শীঘ্র শান্তি হইবে যে হেতুক গ্রন্থ মুকুলিত করামাত্রেই এ ব্যাধির ঔষধের প্রমাণ পাওয়া গেল এ বড় সুলক্ষণ। রোগী কহিল সে কি ঔষধ ভিষকসন্তান কহিল তুমি শীঘ্র বাটী গিয়া এই প্রয়োগ কর তীক্ষ্ণ ধার শানিত এক ক্ষুর আনিয়া স্বকীয় দুই কর্ণ কাটিয়া সন্তপ্ত লোহেতে দুই পাছাতে দুই দাগ দেও তবে তোমার চক্ষুঃপীড়া আশু

শান্ত হইবে ইহা শুনিয়া ঐ লোচনরোগী আর্ত্ততাপ্রযুক্ত কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাই করিল।

অনন্তর রোগী এক পীড়োপশমনার্থ চেষ্টাতে অধিক পীড়াদ্বয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বৈদ্যের নিকটে পুনর্ব্বার গেল ও তাহাকে কহিল হে বৈদ্যপুত্র নেত্রের জ্বালা যেমন তেমনি পোঁদের জ্বালায় মরি। বৈদ্যপুত্র কহিল ভাই কি করিবে রোগ হইলে সহিষ্ণুতা করিতে হয় আমি শাস্ত্রানুসারে তোমাকে ঔষধি দিয়াছি আতুর হইলে কি হবে "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে"। এইরূপে রোগী বৈদ্যেতে কথোপকথন হইতেছে ইতিমধ্যে অত্যুত্তম এক চিকিৎসক তথা আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যমসহোদর রামকুমার নামে মূর্খ বৈদ্যতনয়ের পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যপ্রযুক্ত সাহসের বিশেষ অবগত হইয়া কহিল ওরে ব্যলীক সর্ব্বনাশ করিয়াছিস এ রোগীটাকে খুন করিলি এ বচনার্দ্ধ অশ্ব চিকিৎসার মনুষ্য পর নয়। দেশ কাল পাত্র অবস্থা ভেদে চিকিৎসার বিশেষ আছে তোর প্রকরণজ্ঞান নাই এ শাস্ত্র তোর পড়া নয় কুব্যুৎপত্তিমাত্র বলে অপঠিত শাস্ত্রের ব্যবস্থা দিস্ যাং উত্তম গুরুর স্থানে বৈদ্যক শাস্ত্রের অধ্যয়ন কর্ "সঙ্কেতবিদ্যা গুরুবক্ত্রগম্যা" ইহা কি তুই কখন শুনিস নাই। এইরূপে ঐ চিকিৎসক বৎসকে পবিত্র ভর্ৎসন করিয়া ঐ ক্লিন্নাক্ষ রোগিকে যথাশাস্ত্র ঔষধি প্রদান করিয়া নীরোগ করিল।

অসদ্বংশজাত যদি যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্নও হয় তবে সে কুবুদ্ধিই হয় সুবুদ্ধি কদাচ হয় না। ইহার কথা এক নগরে এক কফন চোর ছিল তাহার নাম মীরমদন সে ব্যক্তি লোকেরা যে বস্ত্রাদি দিয়া শবকে মৃত্তিকাতে পুতিত সেই বস্ত্রাদি চুরি করিয়া পরিবার পোষণ করত কালযাপন করিত। এইরূপে যাবজ্জীবন সর্ব্বলোক বিগর্হিত ব্যাপারতৎপরতাতে সর্ব্বত্র বিগীত হইয়া ঐ ব্যক্তি পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলে পর তৎপুত্র জগ্‌গুনামে সর্ব্বত্র পিতৃদুর্ণাম শ্রবণে লজ্জিত হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে আমার পিতা নিন্দিত ক্রিয়োপজীবিকাতে অপ্রতিষ্ঠান্বিত হইয়াছিলেন। অতএব আমার এক্ষণে তাহাই কর্ত্তব্য যাহাতে জনকের লোকতঃ প্রসংশা হয় কেননা সেই পুত্রই পুত্র যাহা

হইতে পিতৃ পিতামহ প্রপিতামহাদি পূর্ব্বতন পুরুষেরদের প্রতিষ্ঠা হয় তদ্ব্যতিরিক্ত পুত্রেরা মূত্রমাত্র। এতাদৃশ পরামর্শ করিয়া তদবধি ঐ স্তেন সন্তান ঔরস ধর্ম্মজন্য দুর্ব্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত যে প্রোথিত প্রেতের বস্ত্রাদি স্তেয় করিত তাহার গুহ্যরন্ধ্রে এক কীলক প্রবিষ্ট করিয়া দিতে লাগিল। অনন্তর তাহার স্বতাত হইতে ঈদৃশ অধিক কুচেষ্টাকরণের সর্ব্বত্র প্রচার হইলে পর সকল লোকে কহিতে লাগিল যে এ পাপিষ্ঠ দুরাচার বেটার বাপত ভাল ছিল সে কেবল বসনপ্রভৃতিই চুরি করিত এ দুরাত্মা দুঃশীল বেটা মড়ার কাপড় চুরি করিয়া আবার তার মার্গে মেক ভরিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পিতৃ প্রতিষ্ঠা হওয়াতে ঐ অনভিজাত যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে সৎপুত্ররূপে মানিয়া তাহাই বরাবর করিতে লাগিল। অতএব হে রাজপুত্র দুষ্টের যে বুদ্ধিমত্তা সে কেবল লোকের অনিষ্টের কারণ হয়। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে তৃতীয় কুসুমং।

চতুর্থ কুসুম।

যার যে জাতীয় ধর্ম্ম সে স্বতঃ প্রকাশ পায় ইহার কথা এক সিংহ গর্ব্ভিণী বনমধ্যে প্রসব হইয়া জাতমাত্র শাবক ত্যাগ করিয়া অন্য কাননে গিয়া থাকিল। সে সিংহশিশু তদ্বিপিনবাসী কুক্কুরযূথের সহিত তদীয় আহার ব্যবহার করত থাকে। পরে এক দিন অতিশয় বৃষ্টি হওয়াতে খরতর স্রোতঃ প্রবাহিণী পর্ব্বতীয় নির্ঝর ভরা এক নদীর তীরে ঐ কেশরি শাবকসমভিব্যাহৃত শ্বযূথ গিয়া সেই নদীর পারে যাইতে সকলে এক কালে উদ্যম করিল তাহাতে সিংহশিশুর স্বজাতীয় শক্তিস্ফূর্ত্তি হওয়াতে অনায়াসে ঐ ঝরনা নদীর পরপার প্রাপ্ত হইল কুক্কুর যূথের শরজ্জীমূতাড়ম্বর ন্যায় উদ্যোগমাত্র হইল।

বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা ধর্ম্ম উপদেশব্যতিরেকে স্বতই হয় ইহাতে এক কাহিনী আছে তাহা কহি শুন। এক মহাজন নানাবিধ দ্রব্য লইয়া স্বকীয় অজাতযৌবনা ভার্য্যাকে গৃহে রাখিয়া অর্ণবযানেতে বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমন করিল। পরে

নানাদেশীয় বহুবিধ দ্রব্যজাত ক্রয়বিক্রয় করিয়া অনেক ধন উপার্জন করিয়া বিস্তর দিবসের পর স্ববাটীতে আইল তখন তাহার পত্নী প্রাগল্ভ্যাবস্থা প্রাপ্তা হইয়াছে। অনন্তর ঐ সদাগর নিশাভাগে শয়ন সময়ে স্বরমণীর বাগ্বৈদগ্ধ্য ও ক্রিয়াবৈদগ্ধ্য ও কামকলা কৌশলাদিরূপ চাতুরী নিরীক্ষণ করিয়া সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অন্যমনস্ক হইলেন। ইহাতে ঐ অতিচতুরা সুন্দরী স্বকীয় স্বামির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণে চিত্রপটে তুলিকাতে এক অর্দ্ধপ্রসূতা সিংহীপুত্তলিকা চিত্র করিল তৎপশ্চাৎ এক মত্তমাতঙ্গ লিখিল। ঐ মতঙ্গজের গণ্ডস্থলের উপরে ক্রোধেতে নখবিদারণ করিতেছে অথচ সিংহী গর্ব্ভহইতে বিনির্গতপূর্ব্বকায় এক পঞ্চাস্যশাবক লিখিয়া স্বীয় স্বামির সম্মুখে রাখিল এবং সস্মিতবদনা হইয়া স্বামিকে কহিল যে আপনি বিবেচনা পূর্ব্বক দেখুন এ চিত্র কেমন হইয়াছে তৎপতি তচ্চিত্রাবলোকন করিয়া স্বপত্নীর ক্রিয়া বৈদগ্ধ্যে প্রত্যুক্ত ও নিঃসংশয় হইয়া অতিহৃষ্ট হইল।

জাতি বিদ্যারূপাদিতেই পুরুষ ভাল হয় না কিন্তু মনের ভদ্রতাতে মনুষ্যের সমীচীনতা মনের অসামিচীন্যে মানবের অশোভনতা ইহার কথা। অবন্তী নগরীতে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি বশিষ্ঠগোত্র ও বিদ্বান ও রূপবান ছিলেন। আর এক চর্ম্মকারো থাকে সে শ্বিত্রী ও ঘোর মূর্খ ছিল এই দুই জন একত্র হইয়া বাণিজ্য করিতে অনেক টাকা ও মোহর লইয়া বিদেশে যাইতে মনস্থ করিল। পরে মুচী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কিসের ব্যবসায় করিবা। ব্রাহ্মণ কহিলেন শালী ব্রীহী যব গোধূম মুদ্গ মাষ চণক মটর মসূর অরর কুলত্থ বরবটী সামা কাঙনী চিনা কোদো মাড়িয়া ইত্যাদি শস্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যাপার আমি করিব। এবং পাদুকৃৎকে দ্বিজ জিজ্ঞাসিলেন তুই কিসের ব্যাপার করিবি। চামার কহিল আমি গরুর চাম ও মহিষের চাম ছাগলের চাম ভেড়ার চাম ঘোড়ার চাম উটের চাম হাতির চাম গাধার চাম এই সকল চর্ম্মের ব্যাপার করিব। উভয়ে এই পরামর্শ করিয়া ব্যাপারার্থে প্রবাসে চলিল। মধ্যপথে এক গৃহস্থের বাটীতে ঐ দুই জন এক দিন উত্তরিল। পরে গৃহিব্যক্তি ঐ দুই জনকে তোমরা কোথায় কি নিমিত্তে যাও এ সং

বাদ প্রশ্ন করিয়া সকল সমাচার অবগত হইয়া বিপ্রকে বহুসম্মানেতে ভোজন শয়নাদি করাইল মুচীকে যাদৃচ্ছিকরূপে আহার নিদ্রা করাইল এইরূপে দোঁহেতে তথা রাত্রিতে বাস করিয়া প্রত্যূষে প্রস্থান করিল।

পরে ঐ দুই জন বঙ্গদেশে আসিয়া পূর্ব্ববিচারিত সামগ্রী সকল কিনিয়া তরিতে ভরাই করিয়া অন্য কোন দেশে বেচিতে চলিল। তরণীতে জলপথে আসিতে২ পথঘটিত যাওয়ার কালে যে গৃহস্থের বাটীতে উত্তরিয়াছিল সেই গৃহস্থেরদের গ্রামে নদীর ঘাটে নৌকা লাগাইল। অনন্তর ঐ ব্রাহ্মণ চর্ম্মকারকে কহিলেন দাঁড়ী মাঝিরা সকলে ঘাটে থাকুক চল আমরা দুই জন সেই গৃহস্থের ঘরে গিয়া উৎরাই। এই কহিয়া দুই জন তথাতে আসিয়া উপস্থিত হইল পরে সেই গৃহী তাহারদিগের সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ঐ চর্ম্মকারকে বহুমান পুরঃসর ভোজনাদি অগ্রে করাইলেন পশ্চাৎ ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিয়া খাওয়াইল। ইহাতে ঐ ব্রাহ্মণ সন্দিগ্ধ হইয়া গৃহিকে জিজ্ঞাসিলেন হে গৃহি তুমি ধার্ম্মিক বিদ্যাবান হইয়া এ বিপরীতাচরণ কেন করিলা বিশিষ্ট লোকের এমত রীতি নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া গৃহস্থ কহিল তুমি যাওয়ার সময়ে আমার মন্দিরে যখন আসিয়াছিলে তখন তোমার অভিপ্রায় এই ছিল যে যথেষ্ট ফসল ফলুক ধান্যাদি শস্যসকল সস্তা হউক তবেই আমি অল্পমূল্যে বিস্তর ধান্যাদি পাইব এইরূপে সর্ব্বলোকের কুশল বাসনা তোমার মানস ছিল। এক্ষণে তোমার এই আশয় হইয়াছে যে ধান্যাদি শস্যসকল দুর্ম্মূল্য হউক দেশে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও শলভ অর্থাৎ পঙ্গপাল মূষিক শুকাদি পক্ষি বাহুল্যও পরস্পর রাজবিগ্রহ এই ছয় ঈতির মধ্যে অন্যতম হউক তবেই আমার অল্পধান্যাদি বিক্রয়ে যথেষ্ট লাভ হইবে। এইমতে সর্ব্ব প্রাণির অনিষ্ট তোমার ইষ্ট হইয়াছে এই দুই কারণে আমি পূর্ব্বে তোমার সৎকার করিয়াছিলাম ইদানী অনাদর করিলাম। আর এ চর্ম্মকারের যাওনকালে অভিলাষ এই ছিল যে ঝড়ে বাতাসে বসন্তাদি রোগে অনেক গো মহিষাদি মরুক অনেক চর্ম্ম হউক ও মূল্য অল্প হউক এইমতে প্রাণিরদের অশুভাকাঙ্ক্ষা ছিল সংপ্রতি দেশে জল হউক ও প্রচুর তৃণাদি ও ধান্য যব

গোধূমাদি হউক গোমহিষাদিরা যথেষ্ট ঘাস বিচালি ছানি ভূষি স্বচ্ছন্দরূপে ভক্ষণ করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া প্রাণধারণ করুক তবেই চর্ম্ম মাহার্ঘ্য হইবেক আমার অনেক লভ্য হইবেক। এই রূপে পশুজাতীয় প্রাণিনিকায়ের মঙ্গল বাঞ্ছা হইয়াছে এই দুই নিমিত্তে আমি এ চর্ম্মকারের আগমন সময়ে অসৎকার করিয়াছিলাম অধুনা আদর করিলাম তুমিও জ্ঞানবান্ বট খিন্ন হইও না। তুমি যদ্যপি এ সকল বিষয় জান তথাপি স্মরণার্থ কহি পাপের ফল দুঃখ পুণ্যের ফল সুখ মনুষ্যদিগের মনই পাপপুণ্যের কারণ পুরুষের যখন যেমন অবস্থা তখনতেমন পূজা শরীর মাত্রের পূজা কখন নয়। তুমি পণ্ডিত অসৎকর্ম্মদ্বারা ধনোপার্জনে প্রবৃত্তি করিও না সদ্বৃত্তিতে যথা লাভে সন্তোষ কর যার সন্তোষ তাহারি সুখ অসন্তুষ্ট কোটীশ্বরও সদা দুঃখভাগী।

আর দেখ ধনের ও ঘনের এক প্রকার রীতি কেননা মেঘ যখন আইসে তখন বড় ঘটা হয় যখন যায় তখন শূন্যমাত্র থাকে তেমনি ধন যখন আইসে ওযায়। আর দেখ নারিকেলের জলের মত ধন আইসে ও গজভুক্ত কপিত্থফলপ্রায়। যখন যায় এতাদৃশ ধনের কারণ জ্ঞানবানেরদিগের অধর্ম্ম বাসনা কর্ত্তব্য নয় ধন হইলেই সুখ হয় এমন নিয়ম নয়। যেহেতুক দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতপান ভোগে স্বপ্রিয়া শচীসঙ্গে বিলাসকরণে যাদৃশ সুখ পান তাদৃশ শূকর পুরীষাহারে স্বপ্রেয়সী শূকরীসমভিব্যাহারে বিহার করিয়া পায় সে শূকর কৃষিবাণিজ্য রাজসেবাদি ধনোপার্জনোপায় কিছুই করে না কিন্তু দেবরাজতুল্য সুখভাগী হয়। গৃহস্থের এইরূপ বাক্যে ঐ ব্রাহ্মণ লজ্জাতে অধোমুখ হইয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া প্রভাতে মৌযানে স্বাবাসে গমন করিলেন।

প্রতারকের প্রতারণাতে বিশ্ববঞ্চকও বঞ্চিত হয় শরল লোকেরা যে বিড়ম্বিত হয় তাহা কি কহিব ইহার কাহিনী। ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে এক জন থাকে তাহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা আঙ্গার পুরিয়া উপরে এক আদ্সের ঘি দিয়া দেশে২ শহরে২ নগরে২ গ্রামে২ অনিয়ত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়াসুদ্ধা তোলিয়া

দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে তবে তাহাকে দেয় না বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম ঘৃত দেবতারদের হোমের উপযুক্ত আমি এ ঘড়াহইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না যদি তোমার দেবব্রাহ্মণার্থে নেওয়ার আবশ্যক থাকে তবে বরং অনুমানে এ ঘড়াতে যতো ঘৃত হয় তাহার এক আদসের ন্যূন করিয়া ঘড়াসমেত দিতে পারি কিন্তু ঘড়াহইতে ভাঙ্গিয়া কিঞ্চিৎ সর্ব্বদা দিতে পারি না। কেননা যদি কিছু দেই তবে বিশিষ্ট লোকেরা এ ঘৃত লইবে না কহিবেন এ ঘৃতের অগ্রভাগ তুই খাইয়াছিস কিম্বা অন্য কাহাকেও দিয়াছিস অবশিষ্ট ভাগ দেবতারদিগকে দেয় হয় না তবে লইয়া কি করিব।

বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন দুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম অধিক হবির কার্য্য নাই। এইরূপ কহিয়া কেহ ফিরিয়া যায় কেহ বা উপযুক্ত মূল্য দিয়া ভাণ্ডসমেত সকল ঘৃত কদাচিৎ লইয়া যায় এইরূপে সর্ব্বজনকে বিড়ম্বনা করিয়া বেড়ায়। দৈবাৎ এক দিন ঐ বিশ্ববঞ্চকের ন্যায় আর এক জন বিশ্বভণ্ড নামে এক কুপাতে পাঁক কাদা পুরিয়া তদুপরি কথক গুড় দিয়া ঐ কুপা মাথায় করিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে২ শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থে এক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে তাদৃশ সর্পিঃকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল। পরে বিশ্বভণ্ডের সহিত সম্ভাষ করিয়া তাহাতে বিশ্বস্ত হইয়া তাহার নিকটে ঘৃতঘট গচ্ছিত করিয়া আপনি স্নানার্থে পুষ্করিণীতে গমন করিল। অনন্তর ঐ বিশ্বভণ্ড মনে বিচার করিল গুড়ের কুপা মাথায় করিয়া কতো বেড়াব উপস্থিত ত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত কল্পনা করা উপযুক্ত নয় এ বেটা সরোবরে অবগাহন করিয়া আসিতে২ আমি আপন গুড়ের কুপা ছাড়িয়া উহার ঘৃত সম্পূর্ণ কুম্ভ লইয়া শীঘ্র পলায়ন করি। ইহা মনে করিয়া ঐ বিশ্বভণ্ড শর্করাভাণ্ড গাছের তলায় ফেলাইয়া বিশ্ববঞ্চকের তদ্রূপ সর্পিঃ পাত্র লইয়া মনে২ তাহাকে ফাঁকি দিয়া অতিবেগে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর ঐ বিশ্ববঞ্চক সরোবরে স্নান করিয়া তরুতলে আসিয়া স্বকীয় ঘৃতকুম্ভ না দেখিয়া তাহার শর্করাকুম্ভ অবলোকন করিয়া মনে২ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া কহিল আজি এ বেটা বড় ফাঁকি পাইয়াছে ঈশ্বরবিড়ম্বিত স্বয়ং বিড়ম্বিত হয় আমার অদ্য অনায়াসে যে লাভ হইল সেই ভাল। এইরূপ মনে করিয়া পরমানন্দে নিজ মন্দিরে গমন করিল। বাটীর নিকটে গিয়া আপন স্ত্রীকে ডাকিল ও ঠকের মা ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয় মাথাহইতে ভার নামা আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি। তাহার স্ত্রী গতিক্রিয়া কহিল ওগো আমি যাইতে পারিবো না আমার হাত যোড়া আছে। তৎপতি বিশ্ববঞ্চক আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে কহিল আয় এই নে আজি বড় মজা হইয়াছে দীব্য সার গুড় এক কুপা পাওয়া গিয়াছে এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘিএর ঘড়া জানিসতো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে মনে২ বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম পশ্চাৎ টের পাইবে যা শীঘ্র রাঁধাবাড়া কর আমি নাইয়াই আসিয়াছি ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে। স্ত্রী কহিল গুড় হইলেই কি রাঁধা হয় তেল নাই লুন নাই চাউল নাই তরকারিপাতি কিছুই নাই কাঠগুলা সকলি ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হবে তাতে আবার বৌছুঁড়ি অসুদ্ধা হইয়াছে কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা বা কে বাটিবে। তৎপতি কহিল আজি কি ঘরে কিছুই নাই দেখদেখি খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর এই গুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার স্ত্রী কহিল বটে পিঠা করা বুঝি বড় সোঝা জান না পিঠা আঠা যেমন আঠা লাগিলে শীঘ্র ছাড়ে না তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা শীঘ্র ছাড়ে না কখনোতো রাঁধিয়া খাও নাই আর লোকেরদের মাউগের মতন মাউগ পাইয়া থাকিতে তবে জানিতে।

ইহা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবে কি আজি খাওয়া হবে না ক্ষুধায় কি মরিব। তৎপত্নী কহিল মরুকম্যানে আজি কি পিঠা না খাইলিই নয় দেখিদেকি হাঁড়িকুঁড়ী খুদকুঁড়া যদি কিছু থাকে। ইহা কহিয়া ঘরহইতে খুদকুঁড়া আনিয়া বাটিতে বসিয়া কহিল শীলটা ভাল বটে লোড়াটা যা ইচ্ছা তা এতে কি চিকণ বাটা হয় মরুক যেমন হউক বাটিত। ইহা কহিয়া খুদকুঁড়া বাটিয়া কহিল

বাটাতো একপ্রকার হইল আলুনি পিঠা খাইবা না লুন তেল আনিতে হইবে। গতিক্রিয়ার এই কথা শুনিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ওরে বাছা ঠক তৈল লবণ কোথাহইতে গোছেগাছে কিছু আন। ইহা শুনিয়া ঠকনামে তৎপুত্র কোন পড়সীর এক ছালিয়াকে আয় আমার সঙ্গে তোকে মোয়া দিব এইরূপে ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া বাজারে গিয়া এক মুদির দোকানে ঐ বালককে বন্ধক রাখিয়া তৈল লবণ লইয়া ঘরে আইল। তৎপিতা জিজ্ঞাসিল কিরূপে তৈল লবণ আনিলি ঠক কহিল এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকিয়া আনিলাম ইহা শুনিয়া তৎপিতা কহিল হাঁ মোর বাছা এইতো বটে না হবে কেন আমার পুত্র ভাল অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে। এইরূপে পুত্রের ধন্যবাদ করিয়া ভার্য্যাকে কহিল ওলো মাগি যা যা শীঘ্র পিঠা করিগা ক্ষুধাতে বাঁচি না। অনন্তর তৎপত্নী পিষ্টক করিতে আরম্ভমাত্র করিয়া ভর্ত্তার নিকটে আসিয়া এক পাশে মুখে কাপড় দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল ও কহিল আমারতো পিঠা করা হইল না তুমি গিয়া কর। তৎপতি কহিল এ আবার কি তুই কেন করিবি না পরে গতিক্রিয়া কহিল স্ত্রীলোকের সকল কথা কি পুরুষের সাক্ষাৎ কহা যায়। বিশ্ববঞ্চক কহিল যা অধঃপাতে যা তোর কি এইক্ষণে কাপড়ে হওয়ার সংযোগ ছিল সকল ফেলিয়া দে নিয়া। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল না খাইলেতো নয় যাই আমিই করি গিয়া। এইরূপ কহিয়া আপনি পিষ্টক পাক করিয়া স্থালেতে পরিবেশন করিয়া কুপাহইতে গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তদুপরি এককালে কথকগুলা পঙ্ক কর্দ্দম পড়িল।

ইহা দেখিয়া গতিক্রিয়া কহিল খাও এখন পিঠা খাও যেমন মতি তেমনি গতি। অনন্তর তৎপতি গালে হাত দিয়া অধোমুখ হইয়া কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া কহিল যা যা তুই আর পোড়াশনে যার যেমন কপাল তার তেমনি সকলি মিলে কিন্তু যা হউক বেটা ভাল বটে আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও বঞ্চনা করিল বাপের বেটা বটে এ ব্যক্তি যেখানে থাকুক সেখানে গিয়া তাহাকে খুজিয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুয়ালি করিতে হইল। ইহা কহিয়া যথা কথঞ্চিদ্রূপে কিঞ্চিদ্ভোজন করিয়া তদন্বেষণে চলিল।

পরে কিছু দিনের পর এক দিবস ঐ বিশ্বভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া দূরহইতে ডাকিতে লাগিল ওহে বন্ধু থাক২ তোমাকে কোল দিয়া আমি তোমার সহিত বন্ধুতা করিব। এতদ্রূপ শব্দ শ্রবণ করিয়া আপাতত তটস্থ হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া বিশ্ববঞ্চককে দেখিতে পাইয়া কহিল আইসো২ তোমাকেও আমি মনে২ তত্ত্ব করিতেছি ভালো হইল তোমার সঙ্গে দেখা হইল কহ গুড় কেমন খাইলা। বিশ্ববঞ্চক কহিল তুমি যেমন ঘৃত খাইলা কিন্তু ভাই তুমি আমাকে জিতিয়াছো আমি গুড় কিছুই পাই নাই তুমি ঘৃত কিঞ্চিৎ পাইয়া থাকিবা সে যা হউক আইসো তোমার সঙ্গে কোলাকুলি করি। ইহা কহিয়া দোঁহে পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া অন্যোন্য মুখাবলোকনপূর্ব্বক হাস্য করিয়া বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিল।

অনন্তর বিশ্ববঞ্চক কহিল ভাই তোমার নাম কি সে কহিল আমার নাম বিশ্বভণ্ড ইহা শ্রবণমাত্রে হীহী করিয়া হাসিয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল তবেতো তুমি আমার মিতা হইলে। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল তোমার কি এই নাম ইহাতে সে কহিল না ভাই আমার নাম বিশ্ববঞ্চক দোঁহার নাম শব্দতঃ সমান না হউক অর্থতঃ এক বটে। অতএব আজিঅবধি আমারদের বন্ধুতা হইল। বিশ্বভণ্ড কহিল ভাল সমানে২ মিলন বিহিত বটে যদি উভয়ে সরল হয় উভয়ে কুটিল হইলে বাহ্যতঃ যদ্যপি মিলন হউক তথাপি ভিতরে ফাক থাকে যা হউক কিন্তু এক্ষণে তোমায় আমায় প্রীতি কর্ত্তব্য বটে। কেন না তুমি আমার গুণ জানিলা আমিও তোমার গুণ জানিলাম কেহ কাহারো কথা কোথাও কহিব না। এইরূপে দুই জনে মৈত্রী করিয়া পরামর্শ করিল এ কর্ম্মে ক্ষুদ্র লাভও কাদাচিৎক সেও অল্প তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ বিলক্ষণমতে হইতে পারে না। "চট্‌কন্যা মাংসং ভাগ শতং" এতন্ন্যায় দুর্নামের কারণমাত্র কেবল ছুঁচা মারিয়া হাত গন্ধ অতএব চল কোন দূরদেশে গিয়া এমত জীবিকা করি যাহাতে অধিক লাভ হয়। এইরূপ পরামর্শ করিয়া উভয়ে কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া গুজ্জরাটদেশে গেল তথা গিয়া বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল হে মিতা তুমি এক কর্ম্ম কর এই ধোয়ান পাগ মাথায় বাঁধিয়া এই ধোয়া ধুতি ও আঙ্গরাখা

পরিয়া ধোবা কাচা চাদর গায় দিয়া এ শহরবাসি চিত্রগুপ্তনাম মহাজনের বাটী যাও পশ্চাৎ আমিও যাইতেছি কিন্তু আমার যাওয়ার পূর্ব্বে তুমি আপন পরিচয় কিছু কাহাকেও দিয়া থাকিবে না আমি গিয়া দিব। কিন্তু আমি যখন তোমাকে জিজ্ঞাসিব যে আপনি হেতায় কেন তখন তুমি কহিও যে পিতার সহিত কর্ম্মক্রমে বিবাদ করিয়া আসিয়াছি ইচ্ছা আছে যদি ইনি সাহায্য করেন তবে বাণিজ্য করি।

অনন্তর বিশ্বভণ্ড কথিতানুরূপ সকল করিয়া তথা গেল পশ্চাৎ বিশ্ববঞ্চক কিঞ্চিৎ পরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইয়া বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল এ কি আশ্চর্য্য আপনি এ স্থানে কি নিমিত্তে। সে কহিল তাত বিমাতার বশতাপন্ন এইপ্রযুক্ত তাঁহার সঙ্গে কার্য্যক্রমে বিবাদ হইল এই নিমিত্তে। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল সর্ব্বত্র বিখ্যাত অত্যন্ত ধনিক মহাপদ্মপতি নাম মহাজনের পুত্র ইনি হে চিত্রগুপ্ত তোমার বড় ভাগ্য যে ইনি তোমার বাটী আসেন। এ কথা শুনিয়া চিত্রগুপ্ত কহিল বটে তাঁহার পুত্র ইনি আমি তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে জানি। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে জিজ্ঞাসিল এক্ষণে এথায় আপনি কি করিবেন সে সহিল ইহাঁর নাম শুনিয়া এ স্থানে আসিয়াছি ইনি যদি আনুকূল্য করেন তবে স্বজাতি জীবিকা বাণিজ্য কর্ম্ম করিব। ইহাতে চিত্রগুপ্ত কহিল তুমি যদি এই নগরে কুঠী করিয়া ব্যবসায় কর তবে আমি তোমার সহায়তা করিতে পারি। চিত্রগুপ্তের এই কথা মতে উভয়ে এক দোকান করিয়া নেওয়া দেওয়াতে চিত্রগুপ্তের বিশ্বাস জন্মাইয়া এক দিবস লক্ষ টাকা আনিল। বিশ্ববঞ্চক বিশ্বভণ্ডকে কহিল ওহে বন্ধু শুন বিদেশে দীর্ঘকাল থাকা ভালো নয় স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার বর্গের সংরক্ষণ পরদেশে থাকাতে হয় না। তাহাতে নানাদোষ ঘটে আজি এককালে অনেক টাকা পাওয়া গিয়াছে এসকল মুদ্রা কোন উপায়ে লইয়া উভয়ে স্বদেশে প্রস্থান করি। বিশ্বভণ্ড কহিল সে উপায় কি। বিশ্ববঞ্চক কহিতেছে দীর্ঘপ্রস্থে বড়ো কতকগুলা ঘর করি দুই এক হাজার টাকার তুলা আনিয়া সেই সকল ঘরে পুরিয়া নিশীথে সেই ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া প্রাতে চিত্রগুপ্তকে গিয়া কহি। তিনি যখন কহিবেন আমার টাকার কি তখন তুমি কহিবা তাহার ভা

বনা কি আমার সঙ্গে লোক দেও আমি ঘরে গিয়া হিসাব করিয়া কড়াকড়া দাম২ এক কালে সকল ছিঁড়াইয়া দিব। ইহাতে তিনি আপন টাকার উসুলের জন্য যে সকল লোক আমারদের সঙ্গে দিবেন তাহারদিগকে লইয়া যাইতে২মধ্যপথে আমি আপন বাটী যাইব তদবধি তুমি পাগল হইবা মহাজনের লোকেরা যখন কিছু কহিবে তখন তুমি ভুভু কেবল এই শব্দ করিবা মহাজনের লোকেরা কিছু দিন এইরূপ দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আপনারাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে।

ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল টাকা সামলাইয়া রাখিবার কেমন হবে। বিশ্ববঞ্চক কহিল খরচের উপযুক্ত টাকা রাখিয়া বাকী টাকা আমরা দুই জনে ভাগ করিয়া লইয়া আপন আপন রূপক সাবধান করিয়া রাখি যাহাতে কেহ জানিতে না পারে। একথা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড কহিল টাকা সাবধানে রাখা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু এক্ষণে যে ভাগ করা সে কেবল কালনেমির লঙ্কার বাঁটের মত। আকাশের পক্ষির মাংস পাকার্থে বেসর বাটা মূর্খের কর্ম্ম। পরের টাকা জীর্ণ করা বড় কঠিন এ মহাজনের হাত ছাড়াইয়া নিরুদ্বেগে দেশে গিয়া এ টাকা পার করা গেল যখন এমত বুঝা যাবে তখন বাঁটের কথা এখন কি। কিন্তু তুমি যে পরামর্শ করিয়াছো সে উত্তম বটে। অতএব তুমি কিছু টাকা লইয়া অল্প মূল্যে অনেক হয় এত দ্রূপ তূলাপ্রভৃতি সামগ্রী আনগিয়া আমি বড়ো২ দাঁড়ঘরা কত কগুলা প্রস্তুত করি। এইরূপ দুইজনে নির্জনে বিচার করিয়া বিশ্ববঞ্চক তূলা কাপাসদিগর সামগ্রী আনিতে গেল। ইত্যবসরে বিশ্বভণ্ড দেশে লোক পাঠাইয়া স্বভ্রাতাকে আনাইয়া তদ্দ্বারা আবশ্যক ব্যয়োপযুক্তরূপকাবশিষ্ট তঙ্কা সকল বাটী পাঠাইয়া দিল। অনন্তর বিশ্ববঞ্চক সামগ্রী সকল আনিয়া রাত্রিযোগে সকল গৃহে অগ্নি দিয়া সকল দ্রব্য ভস্মসাৎ করিয়া পরিহিত বস্ত্রমাত্রাবশিষ্ট উভয়ে অতিপ্রত্যূষে চিত্রগুপ্তকে সকল বিষয় জ্ঞাত করিয়া তাহার লোকসমভিব্যাহারে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথহইতে বিশ্ববঞ্চক আপন বাটী গেল বিশ্বভণ্ড কপটোন্মাদ হইয়া স্বালয়ে প্রবেশ করিল মহাজনের লোকে

ব্রা যখন টাকার তাগাদা করে তখন কেবল ভূঁভু এই কহে আর কিছুই কহে না।

এইরূপ কিছু দিন দেখিয়া সাধুর লোকেরা স্বদেশে গিয়া উত্তমর্ণকে অধমর্ণের সকল বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সদাগর অজ্ঞাত কুলশীল লোকের সহিত সারল্য করা মূর্খের কর্ম্ম এইপ্রযুক্ত অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপন হানি স্বীকার করিয়াও স্ববুদ্ধি লাঘবজন্য অপ্রতিষ্ঠা ভয়েতে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর বিশ্ববঞ্চক আসিয়া বিশ্বভণ্ডকে কহিল মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ব্ব বৎ পাগল হইয়া ভূভু কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্বব ঞ্চক কহিল যাওং ভাই আমার সহিত কৌতুক করার কার্য্য নাই আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও ইহাতেও ভুভু এই মাত্র উত্তর করিল। এইরূপে কিছু দিন সেথা থাকিয়া নানা প্রকার ভয় প্রীতি প্রদর্শনদ্বারা যতোং তাগাদা করে তাহাতে কেবল ভূ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইয়া বিশ্ববঞ্চক কহিল ভালোরে বেটা ভালো আমি বিশ্ববঞ্চক আমাকেও ভাঁড়াইলি তুই যথার্থ বিশ্বভণ্ড বটিস যে শিখাইল ভূ তারেই দিলি ভূ এই কহিয়া চোরের লাজে না কাঁদে এতন্ন্যায়ে কেবল ভেকুয়া হইয়া ভবনে গেলেন। এ কথার অবান্তর তাৎপর্য্যার্থ সকল সুবুদ্ধিরা স্ববুদ্ধিতে বুঝিবেন। ইতি প্রবোধচন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকে চতুর্থ কুসুমং।

পঞ্চম কুসুম।

পশ্চাৎ অসম্বরণীয় যে আরম্ভ তাহা করিবে না কিন্তু উত্তর কালে উপসংহার্য্য যে তাহাই করিবে। ইহার কথা ভাণ্ডীরনামে বনমধ্যে এক উষ্ট্র থাকে সে জরাবস্থাতে জীর্ণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া লতা পল্লব শাখা তৃণাদি আহার করণে খেদান্বিত হইয়া মনে চিন্তা করিল যে ঈশ্বর আমারদের জাতিকে লম্বা মুখ দিয়াছেন বটে কিন্তু এক্ষণে তাহাতে আমার কিছু হইতে

পারে না। সম্প্রতি আমাকে দীনহীন জানিয়া অনুগ্রহ করিয়া অতিবড় লম্বায়মান যদি বদন দেন তবে আমি শুয়িয়া২ অনায়াসে মুখ বাড়াইয়া চরাই করি। উট এইরূপ মনে ভাবিতেছে ইতিমধ্যে সর্ব্বজ্ঞ বাক্‌সিদ্ধ এক ঋষি সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উষ্ট্রের সঙ্কল্প জানিয়া তাহাকে কহিলেন ওরে পশু পরমেশ্বরেচ্ছা নিয়মিতের অধিকাকাঙ্ক্ষী তুই হইয়াছিস্ তথাস্তু। ইহা শুনিয়া ঐ উষ্ট্র মনে২ আনন্দিত হইল ও কহিল বড় ভাল হইল আমার শাপে বর হইল। এইরূপে ঐ উট লম্বমান আস্য পাইয়া বসিয়া২ পাত্রে সমিতি ন্যায় ভোজনানন্দে কিছু দিন থাকে। ইতিমধ্যে দৈবাৎ একদিবস অতিবড় শিলাবৃষ্টি হইতে লাগিল তাহাতে ঐ উষ্ট্র করকাভিঘাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া অন্যত্র বক্ত্র সম্বরণ করিতে না পারিয়া পর্ব্বতগহ্বরমধ্যে আস্য প্রবেশ করাইল। সেই গুহাতে এক অজগর সর্প ছিল তাহার চলৎ শক্তি নাই কখন আহার পাইতে পারে না কেবল পবনমাত্র ভোজনে কালযাপন করে। সেই দিন ঐ উষ্ট্রের বদন পাইয়া অতিশয় হর্ষিত হইয়া হে ঈশ্বর তুমি ধন্য এ স্থানেও আমার আহার আনিয়া দিলা অজগরের দাতারাম এই বাক্য সত্য বটে এইরূপে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিয়া পরমানন্দে উষ্ট্রের ঐ মুখ ভোজন করিল।

অবিগীত শিষ্টাচারপ্রসিদ্ধ যে তাহাই করিবে লোকপ্রসিদ্ধাতিক্রম করিয়া কিছু করিবে না ইহার কথা। ধর্ম্মারণ্যে এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি হবিষ্যাশী মৎস্যমাংসাদি আমিষদ্রব্য কদাচ ভক্ষণ করেন না। ঐ ব্রাহ্মণ এক দিবস বিবেচনা করিলেন যেমন অপবিত্র দ্রব্য সংস্পৃষ্ট পূত সামগ্রী অখাদ্য হয় তেমনি আমিষ্য মীনসংস্পৃষ্ট যে সলিল সেও পেয় হইতে পারে না। অতএব আজিঅবধি আমি নদী নদ হ্রদ পুষ্করিণী পল্বলপ্রভৃতি জলাশয়ের জল আর পান করিব না। তাহা করিলে নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ প্রসঙ্গ হইবে তবে এতৎপর্য্যন্ত যে হইয়াছে সে অজ্ঞানতঃ এইরূপ মনে করিয়া তদবধি নদ্যাদিপয়ঃ পান পরিত্যাগ করিলেন। অন্তঃসলিলবাহিনী নদীর বারি পান করিতে লাগিলেন দৈবাৎ এক দিবস সে জলেতেও এক ক্ষুদ্র সফরী মৎস্যকে বীক্ষণ করিয়া তজ্জলপান বর্জন করিয়া কূপোদক পান করিতে

লাগিলেন। কদাচিৎ একদা তদম্বুতেও এক ক্ষুদ্র প্রোষ্ঠী দেখিতে পাইয়া সে জল খাওয়া ছাড়িয়া নারিকেলোদক খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর সে জলের ভিতরেও ক্রমিকীট দর্শন করিয়া তৎপান পরিত্যাগ করিয়া অতিপিপাসাতে শুষ্ককণ্ঠ হইয়া বর্ষোদক প্রত্যাশাতে ঊর্দ্ধে মুখব্যাদান করিয়া আছেন এতদবসরে এক বায়স পক্ষী তদ্বক্ত্রমধ্যে শৌচ করিয়া দিল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ একেতো তৃষ্ণাতে শুষ্ককণ্ঠ ছিলেন দ্বিতীয়তঃ বক্ত্রান্তর্গত বায়সপুরীষ দুর্গন্ধিপ্রযুক্ত ন্যকার করিতেং গলা ফাটিয়া মরেন। ইত্যবসরে তত্ত্বজ্ঞ এক পরমহংস স্বামী তথা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিয়া সকল বিষয় সবিশেষ গোচর হইয়া কহিলেন ওরে মূর্খ কর্ম্মজড় কূপমণ্ডূক উডুম্বরমশক অসদুপদেশ দুরাগ্রহে দুর্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিস আমার এই কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া মুখপ্রক্ষালন ও জলপান করিয়া প্রাণরক্ষা কর। সন্ন্যাসির এই বাক্যে তৎক্ষণে ঐ বিপ্র করঙ্গপানীয়েতে লপনধাবন ও উদন্যা নিবৃত্তি করিয়া সুস্থ হইল। পরে পরমহংস কহিলেন ওরে বৎস আকর্ণন কর বর্ত্তমান শরীরের অবিরোধে যে ধর্ম্ম হয় সেই ধর্ম্ম যেহেতুক তাদৃশধর্ম্ম তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনদ্বারা পরমেশ্বরপ্রাপক হয়। অতএব বেদান্ত দর্শনে কহিয়াছেন হিতমিতমেধ্যাশন যে সেই তপ উপবাসাদিরূপ তপস্যা দম্ভার্থ হয় তত্ত্বজ্ঞানার্থ হয় না। যেহেতুক তাদৃশ তপস্যাতে অনাহারপ্রযুক্ত ধাতুবৈষম্যজন্য রোগেতে শরীর নাশাপত্তি হয়। অতএব জ্ঞানিরদের মতে অন্নপানরহিত তাদৃশ ধর্ম্মাচরণ বরবিনাশার্থ কন্যা বিবাহ ন্যায় হয় যদ্যপি তোমার দেহবিঘাতক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ইষ্টসাধন জ্ঞান থাকে তথাপি আত্মরক্ষার্থ তদ্ধর্ম্মবিরুদ্ধকরণে প্রত্যবায় হইবে না। আত্মাকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে প্রাণরক্ষণার্থ নিষিদ্ধাচরণও করিবে ইহার প্রমাণ বেদেতে কথাচ্ছলে আছে কহি শুন।

কুরুক্ষেত্রে এক অযাচক বিপ্র ছিলেন তিনি অযাচিতপ্রাপ্ত অন্ন বস্ত্রাদিতে যথা কথঞ্চিদ্রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পরিজন পরিপালন করত কালক্ষেপ করেন। দৈবাৎ ঐ কুরুক্ষেত্রে পঙ্গপাল পক্ষিতে তাবৎ শস্য নষ্ট হওয়াতে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইল তৎপ্রযুক্ত ঐ অযাচক ব্রাহ্মণের বড় অপ্রতুল হইল এবং পরিবার পরিপো

যণে অনির্ব্বাহ হইল। ইহাতে তাঁহার ব্রাহ্মণী অন্নাভাবে আত্ম দুঃখ যেমন হউক শিশু সন্তানেরদের ক্ষুধাতে আর্ত্তনাদাকর্ণনে অতিশয় দুঃখিনী ও পরিপূর্ণাশ্রুনেত্রা হইয়া স্বামির নিকটে সবিনয় নিবেদন করিলেন। হে স্বামিন্ অকালসকাশাৎ ভিক্ষা অতি দুর্লভ হইয়াছে বালকেরদের অন্নাভাবে ব্যাকুলতা অতিদুঃসহ আমি স্ত্রীলোক আমার সাধ্য কি আমার কাটনাকাটাব্যতিরেকে আর কি শক্য তণ্ডুলাদি ভোজ্য দ্রব্য অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। আমার এক বস্ত্র সেও শতগ্রন্থিযুক্ত ও অতিমলিন অতএব পরিধেয় বসনাভাবে প্রতিবাসিরদিগের আবাসে গিয়া কিঞ্চিৎ অভ্যবহার্য্য সামগ্রী যে আহরণ করি তাহাও পারি না। গৃহে অন্য কোন যোত্র নাই উপযাচকেরা জনপদে যাচ্ঞা করিয়াও ভিক্ষা পায় না আপনকার অযাচক বৃত্তি যদি দৈবাৎ প্রার্থনাবিরহে কদাচিৎ কিছু পাওয়া যায় তাহাও নিত্যাগ্নিহোত্রহোমার্থ হবিতে উপক্ষীণ হয় অতিশয় নিরুপায় হইল কোন উপায় করা উচিত হয়। ব্রাহ্মণীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্রাহ্মণি ধৈর্য্য কর অধীরা হইও না কাদাচিৎক সুখদুঃখ মানাপমানাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণু হও। আগমাপায়ি সুখদুঃখপ্রাপ্তিতে হর্ষবিষাদ শূন্য হও। সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব পদার্থেতে যে মনোনুধাবন সেই হর্ষবিষাদের উদ্দীপক হয়। অতএব সে সকলেতে অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিও না। যিনি ময়ূরদিগকে চিত্রিত হংসদিগকে ধবল শুক পক্ষিদিগকে হরিত করেন এবং তোমার বালকদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন তিনি বিশ্বম্ভর সকলের ভরণকর্ত্তা ভাবনা কি জীবেরদের জীবনকাল পরমেশ্বরেচ্ছা নিয়মিত তাহার অন্যথা সর্ব্বথা হয় না। আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে। আয়ুর্ম্মাণি রক্ষতি। কাচিন্তা মরণেরণে। ইত্যাদি শাস্ত্রও আছে হে প্রিয়ে এতদ্বিষয়ক কথা শ্রবণ কর।

এক ভিল্ল জাতীয়াপরিণতগর্ভা স্ত্রী কাষ্ঠাহরণার্থ নিবিড় কানন মধ্যে গিয়াছিল এক ভয়ঙ্কর বর্ব্বর ব্যাঘ্র ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া অভিমুখাগত হঠাৎ দেখিতে পাইয়া গুরুগর্ভভরেতে পলায়নাসমর্থা হইয়া ভূমিতে ঐ স্ত্রী পড়িল তাহাতে তদুদর হইতে বালক ভূমিষ্ঠ হইল শার্দ্দূল সদ্যঃপ্রসূতা ঐ স্ত্রীকে আকর্ষণ করিয়া খাইয়া গেল বালক একাকী ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে

লাগিল। অনন্তর পরমকারুণিক পরমেশ্বরানুকম্পাতে যে বিট পিমূলে পোত পতিত ছিল সেই বৃক্ষের এক শাখাতে মধুমক্ষিকারা আসিয়া তৎক্ষণে মধুর চাক করিল সেই মধুচক্রহইতে বালকবদনে মধু বিন্দু২ পড়িতে লাগিল এতদ্রূপে সে বালক মধুপানেতে প্রাণধারণ করিয়া বাঁচিল।

আর এক কথা কহি শুন। চিরঞ্জীব নামে এক ব্যক্তি অর্ণবযানারোহণ করিয়া সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছিল সাগরে প্রচণ্ডতর ঝঞ্ঝা বায়ুতে অর্ণবপোত ভগ্ন হইয়া পয়োরাশিমধ্যে নিমগ্ন হইল। ঐ ব্যক্তি অর্ণবযানের এক ফলকাবলম্বনে ভাসিতে২ আসিয়া পয়োনিধিমধ্যস্থিত শৈলসন্নিধানে লাগিল ঐ পর্ব্বতে লম্বমান এক সর্প পড়িয়াছিল। চিরঞ্জীব সমুদ্রকল্লোলে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বতোপরি জিগমিষাতে লম্বায়মান পতিত ঐ ফণিকে লতাভ্রমে অবলম্বন করিয়া আলম্বীকৃত তক্তাকে ত্যাগ করিল। অনন্তর পুচ্ছ প্রদেশে স্পৃষ্টমাত্র বিষধর রোষান্বিত হইয়া মুখব্যাদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দংশন করিতে উদ্যত হবামাত্রে ঈশ্বরেচ্ছাতে তৎক্ষণে দংশজাতীয় প্রায় এক ক্ষুদ্র জন্তু তৎফণিফণোপরি উপবিষ্ট হওয়াতে জলৌকামুখে লবণ প্রদান মাত্রে জোঁক যেমন হয় তদ্বৎ সে সর্প দ্রবীভূত হইয়া অস্থিমাত্রাবশেষ থাকিল তাহাতে চিরঞ্জীব জীবন পাইল।

অতএব হে ব্রাহ্মণী যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি রক্ষাকর্ত্তা তাঁহার মনে যাহা আছে তাহাই হইবে আমার উপায় চিন্তাতে কি ফল। ব্রাহ্মণের এতাদৃশ সান্ত্বনাতে আশ্বাসিত ব্রাহ্মণী নিরুত্তর হইলে পর তৎপুত্র বচনোপন্যাস করিলেন হে জনক আপনি আমার মহাগুরু হন পিতা মাতা আচার্য্য অর্থাৎ শাস্ত্রোপদেশক এই তিন পুরুষমাত্রের মহাগুরু অর্থাৎ এতত্ত্রিতয় আর২ গুরুহইতে অতিশয় গুরু ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিয়াছেন। এবং গুরু লোকেরদের সাক্ষাতে প্রভুত্ব ও চাপল্য বর্জন করিবেক। অতএব আমারদের আপনকার ইচ্ছানুবর্ত্তি হওয়াই উপযুক্ত তবে যে কিঞ্চিন্নিবেদন করি সে আতুরতাপ্রযুক্ত আপনি অধ্যাপনা মনন নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকেন বিষয় বিস্মরণ সম্ভাবনা আপনকার এই কারণে হইতে পারে। অতএব আমার সমা

বেদন কেবল স্মরণার্থ শিক্ষার্থ নয় অপরাধ মার্জনা করিবেন। আমার উপনয়ন কালাতিক্রম হইতেছে যথাকালে পিতা পুত্রের যদি যজ্ঞোপবীত না দেন কালাতিপাত হয় তবে পিতা ব্রহ্মহা হন ইহা আমি আপনকার ছাত্রেরদের পাঠনাসময়ে শ্রবণ করিয়াছি। আমি সংপ্রতি অষ্টবর্ষবয়স্ক হইয়াছি মৌঞ্জী বন্ধনের অষ্টমবর্ষ মুখ্যকাল সকল কর্ম্ম ব্যয়ায়াসসাধ্য অর্থাৎ ধন ব্যয় শারীরিক চেষ্টাসাধ্য। আমি শুনিতে পাই মিথিলা নগরে জনক রাজা বড় যজ্ঞসমারোহ করিয়াছেন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে স্থানে গমন করিতেছেন আপনি তথা গিয়া সভাতে পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে ঋক্ যজুঃসাম অথর্ব্বাখ্য চতুর্ব্বেদ ও শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দঃশাস্ত্র মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরা যম আপস্তম্ব সম্বর্ত্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাসর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গোতম বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি মহর্ষি রাজর্ষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদান্ত সাংখ্য পাতঞ্জল মীমাংসা ন্যায় বৈশেষিক ষড়্দর্শনাদি নানাশাস্ত্র বিচার ও সন্দিগ্ধ প্রশ্ন নিরূপণাদি করিয়া যাত্রাব্যতিরেকে লাভাস্পদ কীর্ত্তি পাইতে পারিবেন। পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন হে পুত্র মিথিলাধিরাজ জনক রাজর্ষি অধ্যাত্মবিদ্যার পারদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিরদের এক নিদর্শন স্থান। তাঁহার নিকটে আমি সমাদর অবশ্য পাইব যেহেতুক গুণবানেরদেরি গুণবন্তেতে প্রীতি হয় নির্গুণের গুণিতে প্রেম হয় না। ইহার এই দৃষ্টান্ত মধুপেরা বনহইতে আগমন করিয়া পদ্মেতে প্রণয় করে পদ্মসহবাসী মণ্ডূক করে না।

আর উত্তমেরা উত্তমের সমীপেই যাইবেন কেননা অধমের নিকটে গেলে উপহাসাস্পদ হন। ইহার কথা এক স্থানে অনেক বক বসিয়াছিল অকস্মাৎ সেই স্থানে মানস সরোবরনিবাসী এক রাজহংস আসিয়া উপস্থিত হইল। বকেরা ঐ হংসকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া লোহিত লোচন লপনচরণ ধবল শরীর তুমি কে হে। হংস কহিল আমি রাজহংস। বকেরা কহিল ওহো তুমিই রাজহংস বটে ভাল এক্ষণে কোথাহইতে আইলা। মানস কাসারহইতে। সে স্থানে কি আছে। সুবর্ণ বর্ণ রাজীবরাজী পীযূষতুল্য জল নানারত্নেতে নিবদ্ধ আলবাল যারদের এতা

দৃশ্য পাদপপংক্তি প্রতীরেতে বহুবিধ মণিখচিত হিরন্ময় সোপানাবলি এই সকল তথা আছে। এতদ্রূপ উত্তর প্রত্যুত্তরানন্তর ক্রুঞ্চেরা কহিল সেখানে শামুক আছে। হংস কহিল না। এই কথা শ্রবণমাত্রে কঙ্কেরা হংসকে হীহী করিয়া উপহাস করিল।

অতএব কহি হে পুত্র অপকৃষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না উৎকৃষ্টবিশিষ্ট স্থানেই যাইবে। জনকরাজ পরম ধার্ম্মিক সত্যৈক নিকেতন জীবন্মুক্ত সংপ্রতি ক্রতুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হওয়া বড় সুখের বিষয়। অতএব আমি অদ্যই মিথিলা নগরী যাত্রা করিব পাথেয়ের সঙ্গতি কর। পিতার এই আজ্ঞা পাইয়া পুত্র তণ্ডুক শক্তুক তাম্রিকাদি কিছু পথখরচের সংযোগ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ মিথিলা প্রস্থান করিলেন পরে পথে আসিতেং পাথেয় ফুরাইল দিনত্রয় জলমাত্র পান করিয়া চতুর্থ দিবসে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মিথিলাতে পঁহুছিলেন। শাখানগরপ্রান্তে ম্লেচ্ছজাতি হস্তিপকেরা করিনিকর আহারার্থে মাষকুলত্থাষাদি সিদ্ধ করিয়া শীতল হওয়ার নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়া ছিল। ঐ ব্রাহ্মণ অসহ্য বুভুক্ষাতে অস্থির হইয়া নিষাদিদিগকে কহিলেন ওরে হস্তিপালকেরা এ সিদ্ধান্নহইতে ভক্ষণোপযুক্ত আমাকে কিছু দে আমি ক্ষুধাতে অত্যন্ত বাধিত হইয়া আছি আহার করিব ক্ষুধাতে আমার প্রাণ যায়। হস্তিপকেরা কহিল আ সর্ব্বনাশ এ কি আমরা ম্লেচ্ছ এ অন্ন পাক করিয়াছি আপনি ব্রাহ্মণ কি মতে আমারদের সিদ্ধৌদন খাইবেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে আমি যদি কিছু এক্ষণে ভোজন না করিতবে আমার প্রাণ প্রয়াণ হয়। প্রাণাত্যয়ে নিষিদ্ধান্ন ভোজন করিতে পারে এমত উপদেশ আছে এবং বেদান্ত শাস্ত্রে বেদব্যাসও সম্মত করিয়াছেন।

ম্লেচ্ছেরা কহিল বাপু আমরা শাস্ত্রফাস্ত্র কিছু বুঝি না খাইতে চাহ আপনি হাতে উঠাইয়া লইয়া খাও আমরা মানা করি না কিন্তু হাতে তুলিয়া দিতে আমরা পারিব না। মৈথিলাধিপ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী তীব্রশাসন তাঁহার কর্ণগোচর হইলে আমারদিগকে সবংশে একগাড় করিবেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ ঐ ম্লেচ্ছপক্ব কলায় কুলত্থ স্বহস্তে লইয়া উদরপূর্ত্তি করি

য়া ভঙ্গণ করিলেন। পরে এক ম্লেচ্ছ সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল সলিল সম্পূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড আনিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিয়া কহিল মহাশয় জলপান করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন তুই ম্লেচ্ছ তোর স্পৃষ্টো দক পান আমি করিব। ম্লেচ্ছ বলিল মহাশয় এ কি আমা রদের পাক করা অন্ন খাইতে পারিলেন ছোঁয়া জল খাইতে কি। ব্রাহ্মণ কহিলেন ওরে তখন যদি আমি আহার না করিতাম তবে আমার জীবন থাকিত না এক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা হইয়া ছে তবে কেন তোর স্পৃষ্ট জল পান করিব প্রাণ রক্ষার্থেই প্রতি যিদ্ধান্ন ভোজন শাস্ত্রানুমত। এইরূপ ম্লেচ্ছদিগকে কহিয়া ঐ শ্রো ত্রিয় ব্রাহ্মণ জনক ভূপালযাগভূমিতে গেলেন। পরমহংস ঐ ব্রাহ্মণকে কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আমার কমণ্ডলুস্থ জলপানে তো মার যদি নিরামিষ্য ভোজন ব্রতভঙ্গ শঙ্কা হইয়া থাকে তবে এই বেদপ্রসিদ্ধোপাখ্যান প্রামাণ্যে সে সন্দেহ দূর কর। বস্তুতঃ তো মার এ নিয়ম শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবহির্ভূত স্ববুদ্ধিমাত্র কল্পিত আ ত্যন্তিক সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং আত্যন্তিক কিঞ্চিন্মাত্রও ভদ্র নহে শিষ্টপরম্পরা প্রসিদ্ধ যে তাহাই কর্ত্তব্য।

এ বিষয়ে এক কথা শুন। ভরদ্বাজ নামে এক মুনিপুত্র ছি লেন তিনি মনুষ্যলোকেতে যাবৎ শাস্ত্রের প্রচার আছে তাবৎ শাস্ত্র মর্ত্যলোকে পাঠ করিয়া মনে করিলেন আমি মনুষ্য লো কীয় সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম সংপ্রতি পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে আমাকে অধ্যয়ন করায়। অতএব স্বর্গে সূর্য্যের নিকটে গিয়া স্বর্গ লোক প্রচরিত সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করি। এই রূপ মনোরথারূঢ় হইয়া তপোবনহইতে মধ্যাহ্ন সময়ে দিবাক রের নিকটে গিয়া অনতিদূরে থাকিয়া আদিত্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। হে ভাস্কর তুমি সর্ব্বশাস্ত্রাকর আমি তোমার সমীপে দেবলোকীয় সর্ব্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আসিয়াছি আমা কে পাঠ করাও। প্রভাকর কহিলেন আমি এক নিমেষার্দ্ধে দুই হাজার দুই শত দুই যোজন গমন করি এবং আমার তেজ অতিদুঃসহ আমি মধ্যাহ্নকালাতিরিক্ত ক্ষণমাত্র স্থির নহি তো মার অধ্যয়ন আমার নিকটে কিরূপে হইবে আর তোমারি বা অধ্যয়নের আবশ্যক কি তোমার যে অধ্যেতব্য তাহা অধীত হইয়াছে। ঈশ্বরভিন্নের সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞানবাসনা দুর্ব্বাসনামাত্র

সে ফলোপধায়ক হয় না। অতএব এ দুরাগ্রহ ত্যাগ কর স্বস্থানে গমন কর।

সূর্য্যের এ বাক্য শুনিয়া ভরদ্বাজ কহিলেন তুমি যেমন গমন করিবা আমিও তোমার সহিত তেমনি গমন করিব আর তোমার তেজেতে আমার কি করিতে পারিবে বহ্নি কি বহ্নিকে দগ্ধ করে। যে তপোবলে তোমার এতাদৃশ সামর্থ্য ও তেজ হইয়াছে তাদৃশ তপোবল কি অন্যের নাই। এইরূপ ভরদ্বাজের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সূর্য্য নারায়ণদেব মনে করিলেন যে ইহার তত্ত্বজ্ঞান নাই কেবল বহুশাস্ত্রাধ্যয়নজনিত বিদ্যামদোন্মত্ত হইয়া আরূঢ়াহঙ্কার হইয়াছে ইহার সমুচিত ফল হওয়া উপযুক্ত হয়। এইরূপ মনে করিয়া মুনিতনয়কে কহিলেন ভাল তবে পড়। ইহা কহিয়া বেদোচ্চারণ করামাত্রে সূর্য্যের পূর্ব্বহইতে অধিক তেজোবৃদ্ধি হইল তাহাতে মুনিপুত্রের শ্মশ্রু জটাভারসমেত মুখ দগ্ধ হইল এইরূপে স্বয়ং দগ্ধানন হইয়া অধঃপতিত হইলেন। কিন্তু প্রাণান্ত হইল না পরিব্রাজক কহিলেন হে ব্রাহ্মণ অতএব কহি আত্যন্তিক কিছুই ভাল নয়। এইরূপে ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিয়া সন্ন্যাসী প্রস্থান করিলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং দ্বিতীয় স্তবকঃ।

তৃতীয় স্তবক।

প্রথম কুসুম।

কোচবিহার দেশে শত্রুমর্দ্দন নামে এক রাজা থাকেন কিন্তু সন্তানাভাবপ্রযুক্ত তদর্থ সতত ভাবিত থাকেন। নানাপ্রকার শান্তি স্বস্ত্যয়ন জপ যজ্ঞাদি করিলেন কিছুতেই সন্ততি হইল না। ইহাতে রাজ্যপালনাদি কর্ম্মে ঔদাস্য ও নিরুৎসাহ দিনেং অধিক হইতে লাগিল পরে ঐ রাজার মহিষীর কোন কারণ বশত উদরস্ফীত উত্তরোত্তর অতিশয় হইল তাহাতে পৌরজনেরা সকলেই অনুমান করিলেন যে বুঝি এতদিনে রাজার ভাগ্য ফিরিল রাণী অন্তর্ব্বত্নী হইলেন পুত্র কিম্বা কন্যা অবশ্যই কিছু হইবে। রাজাও মনেং আনন্দিত থাকেন আমি সন্তানার্থ যেং দৈবকর্ম্ম করিয়াছি বুঝি এতদিনের পর সে সকল কর্ম্মের ফলোদয় ঈশ্বরেচ্ছাতে হইল এবং তাবৎ রাজকীয় পুরুষেরাও জানিল এইরূপে দেশস্থ লোকেরা সকলেই জানিয়া আমারদের রাজার অপত্য হইবে এই আমোদে আছে। রাজ্ঞী উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান গুরু গর্ব্ভভরাক্রান্তা হইয়া কখনো সখী ক্রোড়ে কখনো ভূতলে শয়ন করেন। রাজা সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিয়া সাধ ও পঞ্চামৃত দিয়া চাতকপক্ষির মেঘোন্মুক্ত জলবিন্দু প্রত্যাশা প্রায় সন্তানোৎপত্তি প্রতীক্ষাতে থাকিলেন।

এইমতে দশ মাস গত হইয়া একাদশ মাস প্রবৃত্ত হইল অতএব রাজা এবং পৌরজন সকলেই অত্যন্ত ভাবনাভিভূত হইলেন ইতোমধ্যে রাণীর গর্ব্ভ বেদনা হঠাৎ উপস্থিত হইল অন্তঃপুরচারিণী দাসীরা রাজসম্মুখে নিবেদন করিল হে মহারাজ মহারাণীর প্রসব সময় আগত হইল। রাজা শ্রবণমাত্রে যাষ্টীকদিগকে পুরদ্বার পুরনগর শোভাকরণার্থে আজ্ঞা দিয়া স্বয়ং বস্ত্রভূষাভূষিত সভ্য নৈযোগিকসহিত হইয়া সভা করিয়া বসিয়া অন্তঃপুর সমাচার ক্ষণেং নিতে লাগিলেন এবং রাজধানী

দ্বারে ঢাকি ঢুলী সানাইদার বাঁশিয়াপ্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যকরেরা রাজপ্রসাদপ্রাপ্তি প্রত্যাশাতে একত্র জড় হইল। রাজা আজ্ঞা দিলেন যে বাদ্যপুরকের আপন২ যে যন্ত্র সে সকল যন্ত্র সম্পূর্ণ করিয়া টাকা দেও এবং বাদ্য বাজাইতে কহ। রাজার এতাদৃশ শাসনানুসারে ঢাকী ঢুলীপ্রভৃতিরা যথেষ্ট রূপক পাইল বাঁশিয়া কেবল আনি দোআনী শিকী আদুলী কিঞ্চিন্মাত্র পাইল ইহাতে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া আপন২ বাদ্য বাজাইতে লাগিল।

এইরূপে অতিবড় সমারোহ করিয়া রাজা বসিয়া আছেন ইত্যবসরে অন্তঃপুরে ধাত্রীবর্গেরা রাণীকে শূল দিতে লাগিল তাহাতে তাঁহার উদরহইতে বিজাতীয় শব্দ করিয়া এক অধোবায়ুমাত্র নির্গত হইল। সে শব্দ শুনামাত্রে স্ত্রীলোকেরা কি হইল২ ইহা কহিয়া সূতিকাগৃহে গিয়া দেখিল যে রাণীর উদর স্বভাবস্থ হইয়াছে রাণী রোগমুক্তা প্রায় সুস্থা হইয়া বসিয়াছেন। এইরূপ দেখিয়া স্ত্রীবর্গেরা কহিল ও মা এ কি লাজের কথা দশ মাসের গর্ভ কি এক বাৎকর্ম্মেই গেল। রাজাও পরম্পরা এ কথা শুনিতে পাইয়া অতিবড় ব্রীড়াতে অবাঙ্মুখ ও মনোদুঃখেতে খিদ্যমান হইয়া বসিয়া আছেন। ইতোমধ্যে পুরদ্বারস্থ বাদ্যপূরকেরা রাজার অপত্যোৎপত্তি হইল এই ভ্রমে অতিশয় বাদ্যবাদন করিতে লাগিল। রাজা বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিলেন যে যাহার যে বাদ্য সে বাদ্য তাহার মার্গে প্রবিষ্ট করিয়া দেও। এতদ্রূপ রাজাজ্ঞাতে তদনুরূপ হওয়াতে অনেকরূপক পাইয়াছিল যে বৃহদ্বাদ্যবাদক ঢাকী ঢুলীপ্রভৃতিরা তাহারদের তৎকরণসম্ভবনিমিত্তক কিছুই অনিষ্ট হইতে পারিল না কিন্তু কেবল বাঁশিয়ারি মরণ লাভে ব্যাঙ অপচয়ে ঠ্যাঙ এতন্ন্যায় হইল। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে আমার অমুক ঈপ্সিত হইবে এতদ্রূপ বাঞ্ছামাত্রপরিগ্রহেতে উৎসাহান্বিত হইবে না। ভবিষ্যদর্থের মানাভাবপ্রযুক্ত যদি সে বস্তু না হয় তবে অত্যন্ত লজ্জা পাইতে হয় এবং অপরাধ সাম্য যদি হউক তথাপি বড় লোকের কিছু হয় না ক্ষুদ্রের সর্ব্বনাশ হয়। মনোরথমাত্রে উৎসাহ করিবে না কেননা বিষয়সিদ্ধি হইলেই উৎসব কর্ত্তব্য বিষয়সিদ্ধি মনোরথমাত্রে হয় না উপায়েতে কালক্রমে হয়।

ইহার কথা। অতিবড় দরিদ্র এক ব্যক্তি থাকে তাহার নাম সেক চিল্লী সে এক দিবস কএক পয়সা কোথাহইতে পাইয়া কুক্কুট কুক্কুটী এক যোড়া হট্টহইতে ক্রয় করিয়া নক্রচক্রাকুল অতিশয় স্রোত গভীর নদীতটে উপবিষ্ট হইয়া মনোরথ করিতে লাগিল। তাহা বেচিয়া ছাগছাগী ও ভেড়াভেড়ী কিনিব তাহারদেরও বৎসবৎসা যথেষ্ট হইবে সে সকল বাচ্চাবাচ্চি ও তারদের দুগ্ধ ও লোম বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাইব তাহাতে গরু বলদ মহিষী ক্রয় করিব। তাহাতে বয়ার ও দুগ্ধ দধি ঘৃত ও নবনীত ও যাহারা মরিবে তাহারদের চর্ম্ম ও মাংস বিক্রয় করিয়া ও বলীবর্দ্দেতে চাস করিয়া যে শস্য পাইব তাহার বিক্রয়ণে বহুৎ টাকা কড়ি পাইব। তাহাতে ঘোড়াঘোড়ী অনেক কিনিব তাহারদেরও বাচ্চা বিক্রয় করিব ইহাতেই আমার যথেষ্ট সম্পত্তি হইবে। তদনন্তর দিব্য অট্টালিকা করিয়া পরমসুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া খাটের উপর দুগ্ধফেণসন্নিভ শয্যাতে ঐ ভার্য্যাকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব। সূপকার অন্নব্যঞ্জন পরমান্ন কৃষর অর্থাৎ খিচড়ী পলান্ন পিষ্টকাদি প্রচুর ভোজন সামগ্রী সজ্জা করিয়া আমাকে যখন ডাকিবে যে কর্ত্তা মহাশয় গাতুলুন পাক প্রস্তুত হইল ভোজন করুন আসিয়া তখন আমি কহিব যা বেটা আমি এখন ভোজন করিব না। এইরূপ মনেং করত যেমন মাথা লাড়া দিয়াছে তেমনি ঐ নদীমধ্যে পতিত হইয়া কুম্ভীরগ্রাসে প্রাণ ত্যাগ করিল।

প্রাপ্তব্যবহার পুরুষেরা শাস্ত্রজ্ঞানাপন্ন হইয়া স্বস্বজাতীয় বিষয় কর্ম্মকরত যদি দৈবাৎ ক্রিয়মাণ কার্য্যেতে কিঞ্চিৎ স্খলিত হয় তবে গুরু লোকেরা অনুযোগ ভর্ৎসনাদি করিবেন না প্রত্যুত অধ্যবসায়বর্দ্ধক বাক্যেতে লালিত করিবেন ইহার কথা। গুর্জ্জর নগরীতে বৈদূর্য্য মাণিক্য পদ্মরাগ ইন্দ্রকান্ত চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত অয়স্কান্ত মৌক্তিক গোমেদক মরকত হীরকাদি নানা রত্নজাতির চাতুর্বর্ণ্যাদি গুণাগুণপরীক্ষক শঙ্খপতিসংজ্ঞক মহাধনিক এক মহাজন ছিল। সে বার্দ্ধক্যাবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া স্বজাতীয় জীবিকা করণার্থে স্বকীয় জ্যেষ্ঠপুত্রকে স্বপদাভিষিক্ত করিল। পরে লালীমোহননামা ঐ জ্যেষ্ঠ বণিক্‌পুত্র ক্রয়বিক্রয় বিনিময় দানাদানপ্রভৃতি বণিক্ কর্ম্ম করিতে লাগিল। এতন্মধ্যে এক বঞ্চক স্বর্ণ

কার অত্যুত্তম হীরার ন্যায় এক কল্পিত হীরা বিক্রয় করিতে ঐ বণিক্‌পুত্রের নিকটে আইল। লাডলীমোহন ঐ কল্পিত হীরাকে দুর্লভ হীরকভ্রমে লক্ষ মুদ্রা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া ঐ স্বর্ণকারকে বিদায় করিল। তদনন্তর বণিক্‌পুত্র ঐ হীরা লইয়া আপন পিতাকে দেখাইল ও কহিল লক্ষ মুদ্রা দিয়া আমি এই হীরা ক্রয় করিয়াছি। পরে তাহার বাপ সেই হীরা অবলোকন করিয়া এ হীরক কল্পিত ইহা মনে অবধারিত করিয়া পুত্রের স্বজাতীয় জীবিকা বাণিজ্য কর্ম্মকরণে উৎসাহভঙ্গ শঙ্কাতে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তনয়কে কহিল ওরে বাপু এতাদৃশ হীরক অমূল্য রত্ন বহুভাগ্যে প্রাপ্ত হয় তুমি অল্প মূল্যে এ মহারত্ন পাইয়াছ তোমার প্রবল অদৃষ্ট গোপন করিয়া অতিযত্নে এ রত্ন রাখ। ধন ও আয়ুর গোপন করিবেক ইহা নীতিজ্ঞেরা কহিয়াছেন।

এতদ্রূপ পিতৃআজ্ঞাতে ঐ বণিক্‌নন্দন সেই হীরককে অতিবড় যত্নপূর্ব্বক নিভৃত স্থানে মঞ্জুষাতে অর্থাৎ সিন্দুকে মুদ্রিত করিয়া সংরক্ষণ করিল। অনন্তর তজ্জনক কিছু দিনের পর লোকান্তর গত হইল। মহাজনসন্তান স্বব্যবসায় ক্রয়বিক্রয় করে। ইতোমধ্যে সে দেশের রাজার কোন বিষয়ে এক উত্তম হীরকের আবশ্যক হইল তদর্থ সেই ভূপাল স্বদেশে সর্ব্বত্র ঘোষণা দেওয়াইলেন যে অত্যুৎকৃষ্ট হীরা যে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিবে সে প্রকৃত মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য পাইবে। এই ঘোষণা শুনিয়া ঐ সওদাগরকুমার দ্বিগুণ লাভলোভে লোলুপ হইয়া ঐ হীরা লইয়া ভূপতিসমীপে উপগত হইয়া তাঁহাকে দেখাইল। ভূপ তাহা দেখিয়া রত্নতত্ত্বপরীক্ষকদিগকে দেখিতে দিলেন পরীক্ষকেরা বিবেচনাপূর্ব্বক বীক্ষণ করিয়া কহিল হে মহারাজ এ হীরক কল্পিত বাস্তব নয়। ইহা শ্রবণ করিয়া মহাজননন্দন স্বয়ং পরীক্ষণ করিয়া হীরা অপ্রকৃত বটে এতদ্রূপ নিশ্চয়ে অত্যন্ত অপত্রপাতে অবাঙ্মুখ হইয়া থাকিল। পশ্চাৎ রত্নপরীক্ষকদিগকে কহিল আমার পিতাঠাকুর প্রধান রত্নপরীক্ষক ছিলেন তাহা তোমরা সকলেও জান আমি এ হীরক লক্ষসংখ্যক রূপক মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নিজজনককে দেখাইয়াছিলাম তিনি আপনি দেখিয়া এ হীরার অশেষ প্রশংসা করিয়া সাবধানে বিশেষরূপে সংস্থাপন করিতে আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন

আমিও তদবধি এ হীরাকে কখনো কাহাকেও দেখাই নাই অতিশয় সাবধানে রাখিয়াছি। এইক্ষণে এ হীরা অযথার্থ বুঝা যায় ইহার বীজ কি। ইহাতে সভাস্থ পরীক্ষক সকলেই কহিলেন তুমি যখন এ হীরক ক্রয় করিয়াছিলা তখন বুঝি তুমি প্রথম স্বব্যাপারপ্রবর্ত্ত ছিলা। অতএব তোমার পিতা তোমার ক্রয়বিক্রয় ক্রিয়াতে অধ্যবসায় ভঙ্গ না হয় ও তুমি পরপর নিঃশঙ্ক ও নির্ভয় হইয়া বাণিজ্যকর্ম্মে নির্ভর কর এতদভিপ্রায়ে লক্ষ মুদ্রার অপব্যয় অঙ্গীকার করিয়াও তোমাকে অনুযোগ না করিয়া তোমার উৎসাহবর্দ্ধন প্ররোচনা বচন প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

সদা সোপদ্রব স্থান বুদ্ধিমন্ত লোকেরা ত্যাগ করিবে অন্যথা স্বয়ং আপদ্গ্রস্ত হয় এতদর্থতাৎপর্য্যক বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনা। এক বনেতে বহুকালাবধি অনেক বানর বানরী বাস করিয়া থাকে সেই অরণ্যে কতকগুলা ক্রকলাসও থাকে। দৈবাৎ এক দিবস সেই কাঁকলাসেরদের মধ্যে প্রবল ক্রকলাসদ্বয়ের কোন নিমিত্তে বিরোধ হইল তদবধি প্রায়ঃ প্রতিদিন দুই চারিবার সেই দুই গিরগিট অতিশয় যুদ্ধ করে একতর ক্লান্ত হইয়া পলায়ন যেপর্য্যন্ত না করে সেপর্য্যন্ত বিগ্রহ বিরাম হয় না। এইরূপ ক্রকলাসদ্বয়ের কিছু দিন প্রত্যহ কলহ দেখিয়া ঐ মর্কটেরদের মধ্যে প্রধান বৃদ্ধ এক শাখামৃগ অন্যঅন্য বলীমুখদিগকে কহিল ওহে বন্ধুজনেরা শুন এ স্থানে নিত্য কন্দল হইতে লাগিল অতএব এ বিপিন পরিত্যাগ করিয়া চল সকলে বনান্তরে গিয়া বাস করি নিরুপদ্রুত স্থানাধ্যাসন নীতিবিষয়রদেরদের অনুমত। বৃদ্ধ বানরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কতক বিনীত বানরেরা স্বীকার করিল কতকগুলা উচ্ছৃঙ্খল কীশেরা উপহাস করিয়া কহিল চালে ফলতি কুষ্মাণ্ডং হরিমাতুর্গলে ব্যথা এতন্ন্যায় প্রায় তোমার একথা কাঁকলাস জাতীয়ের বিরোধে বানর জাতীয় আমারদের কি বৃদ্ধ হইলে কি বুদ্ধি হারায় আমারদের বহুকালের বাসস্থান কেন পরিত্যাগ করিব এইরূপ কথোপকথনের পর ঐ দুই বানর কতকগুলি শিষ্টবানরদিগকে সঙ্গে লইয়া অন্য অরণ্যে গিয়া থাকিল দুষ্ট উদ্দাম বানরগুলা দুরাগ্রহ গ্রহণে সেই বনে থাকিল।

অনন্তর কিছু দিনের পর তদ্দেশীয় রাজার প্রধান প্রিয় হস্তিকে চরাই করাইতে মাহুত সেই বনে আসিয়া চারাচ্ছেদন করিয়া চরাইতেছে এই সময়ে সেই দুই নিত্য বিরোধি প্রায় কাঁকলাসের মধ্যে এক কাঁকলাস রণেতে অত্যন্ত কাতর হইয়া ভয়েতে পলায়ন করত কান্দিশীক হইয়া ঐ রাজ প্রধান দন্তাবলির নাসারন্ধ্রু প্রবিষ্ট হইয়া গণ্ডস্থলপর্য্যন্ত গিয়া পুনরায় বহির্নির্গত হইতে না পারিয়া ঐ দাঁতলা হাতির মজ্জাস্থানাশ্রয় করিয়া থাকিল। তৎপ্রযুক্ত তদবধি ঐ দ্বিরদ উন্মত্ত হইয়া আহারাদি ত্যাগ করিয়া দিনে২ অতিশয় কৃশ হইতে লাগিল। রাজা স্বীয় প্রিয় হস্তির এবম্বিধ ব্যামোহে অত্যন্ত খিদ্যমান হইয়া অনেক হস্তিচিকিৎসককে ডাকাইয়া চিকিৎসা করিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে এক প্রখ্যাত হস্তিবৈদ্যরাজসমক্ষে নিবেদন করিল হে মহারাজ ষোড়শসেটক পরিমিত মর্কটাণ্ডকোষের ভস্ম আনাইতে আজ্ঞা করুন তবে আমি এ হস্তিকে অবিলম্বে ভাল করিব। এই বাক্য শুনিয়া রাজা ঐ চিকিৎসকের সৎকার করিয়া নৈযোগিকদিগকে একৈকশ আদেশ করিলেন যে ইনি ঔষধিকরণার্থে যে দ্রব্য চাহিলেন এবং আর যে২ দ্রব্য চান সে সকল সামগ্রী শীঘ্র সমবধান করিয়া দেও। পরে রাজাজ্ঞানুসারে ব্যাধেরা অনেকে একত্র জড় হইয়া ঐ বনেতে মহাজাল পাতন করিয়া ঐ দুরাগ্রহি মর্কটদিগকে পাশবদ্ধ করিয়া প্রত্যেকের মুষ্কমোষ করিয়া রাজধানীতে আনিয়া দিল। পরে এইরূপে ছিন্নাণ্ডকোষ মূঢ় বানরেরা কতক মরিয়া গেল অবশিষ্ট মর্কটেরা বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং এই হিতোপদেশ বিরুদ্ধাচরণের সমুচিত প্রতিফল আমরা পাইলাম এতদ্রূপ পশ্চাত্তাপ করত বনান্তরে নপুংসক হইয়া থাকিল।

অবিশ্বস্ত লোকদিগকে বিশ্বাস করিবে না যে করে সেও যদি বিশ্বসিতব্য হয় তথাপি সে তাহাহইতে বিড়ম্বিত হয়। আর রাজারদের রাজকার্য্যসাধন সামগ্রীসমগ্রমধ্যে বিদ্বজ্জনেরা শ্রেষ্ঠতম হন ইত্যাদি নীতিগর্ভ কথা। দক্ষিণ দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরীতে দাক্ষিণাত্য রাজরাজীশিরোরত্নরঞ্জিতচরণ উজ্জয়িনী বিজয়নামে এক সার্ব্বভৌম মহারাজ ছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরকেশরিনামা এক দিবস অরণ্যান্তরালে মৃগয়া করিয়া ইতস্ততো বন

ভ্রমণজনিত পরিশ্রমেতে নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া তরুণিস্তন সুন্দরইন্দী বর কৈরবকোরক সুন্দরীমুখমনোহরান্দোলিতোৎফুল্লরাজীবনি র্ম্মল সুস্নিগ্ধজল পুষ্করিণী তটস্থলে বটবিটপিচ্ছায়াতে নিদাঘকা লীন দিবসাবসান সময়ে বটজটাতে ঘোটক বন্ধন করিয়া নিজভৃ ত্যজন সমাজাগমন প্রতীক্ষাতে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর রাজ দ্বারস্থিত ঘটীযন্ত্রস্থ দণ্ডতাম্রীতুল্য দিবাকর জলনিমগ্ন ন্যায় অস্ত মিত হইলেন। এবং প্রবলতর বায়ু সহিত ঘনাঘন ঘোরঘটাতে দিঙ্মণ্ডলীমুখ নিবিড়াচ্ছন্ন হইল এবং অন্ধতমসাবৃত বনস্থলীতে বিদ্যুদ্দ্যোতমাত্র প্রদর্শিত পদ্ধতী নৃপকুমার বন্ধনোন্মুক্ত অশ্ব পলায়ন ও স্বকীয় সেবকসকলের অনাগমননিমিত্ত অত্যন্ত চি ন্তাকুলান্তঃকরণ হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণকরত হঠাৎ সম্মুখে সৌ দামিনী প্রকাশে অতিভয়ানক শব্দায়মান অনতিদূরস্থ এক বর্ব্ব র ব্যাঘ্রকে দেখিতে পাইয়া অতিভীতিবিহ্বল হইয়া উতচ্চর বৃক্ষো পরি আরোহণ করিয়া দেখেন যে সেই বৃক্ষশাখা অবলম্বন করি য়া এক ভয়ানক ভল্লুক শয়ন করিয়া আছে। এবং ঐ মহীরুহ মূলেতে ঐ বর্ব্বর ব্যাঘ্র তদ্ভক্ষণ প্রত্যাশাতে আসিয়া বসিয়া থা কিল। ইহাতে নৃপনন্দন নিরুপায় হইয়া না সে বৃক্ষেতে থাকিতে পারেন না সে বৃক্ষহইতে অবরোহণ করিয়া অন্যত্র যাইতে পা রেন। এবম্বিধ উভয় উৎকট সঙ্কটাপন্ন হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অব ধারণ করিতে লাগিলেন। এ বর্ব্বর ব্যাঘ্র অতমূঢ় স্বাভাবিক হিংস্রজাতি মদীয় মাংসভোজনার্থ অতিশয় লোলুপ হইয়াছে। অতএব এ অনিবার্য্য অপ্রতিকার্য্য দুর্জয় বলবত্তর স্বার্থপর শত্রু ইহার সহিত কোন প্রকারে মেল হইতে পারে না। মিত্রং স্বার্থ পরং ত্যজেৎ ইহা নীতিশাস্ত্রে কহিয়াছে।.এ ভালুক যদ্যপি পশু হউক তথাপি বুদ্ধিমান পশুমধ্যে ঋক্ষজাতি বুদ্ধিমতী হয় ইহা শ্রুত আছে। এবং মদীয় মাংসাভিলাষীও নয় অতএব এভল্লের সঙ্গে সংপ্রতি সন্ধিকরা অগতিকগতি বটে তবে যে নীতিশাস্ত্রে কথিত আছে নদী নখী শৃঙ্গী শস্ত্রপাণি স্ত্রী রাজকুল ইহারা বি শ্বাসযোগ্য নয় সে দোষ উভয়তঃ সমান বিপত্তিকালে ধৈর্য্যে তেই ধৈর্য্যাবলম্বন করত উপায়ান্বেষণ কর্ত্তব্য হয়। দেখি ঈশ্ব রের মনে কি আছে ভল্লুকের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহার সহিত শি ষ্টাচার তো করি সাগরে শয্যা পাতন করিয়া নীহার নিপতনে ভয় কি। ইত্যালোচনাপূর্ব্বক রাজপুত্র ভল্লুকগাত্রে শঙ্কাকম্পিত

হস্তপ্রদান করিয়া আস্তেং কহিলেন হে ভ্রাতঃ ভল্লুক গাত্রোত্থান কর শয়নের সময় নয় এ অতিপ্রবল শত্রু জিঘাংসক অতিনিকট বর্ত্তী দেখ।

রাজপুত্রের এ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভল্লুক অস্তব্যস্তে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া গাত্রুলিয়া বসিল। শার্দ্দূলের ভয়ঙ্কর গর্জনাকর্ণন বিশঙ্কট বদনব্যাদান বিকট দংষ্ট্রাকড়মড়ি ঘন ঘন লাঙ্গূলাঘাত চট্‌চট্‌ শব্দ ভীম লোচনদ্বয়েরঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত হইয়া ভল্লুক রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে কোথাহইতে আইলা কি নিমিত্তে এথা বা কেন তুমি কোন জাতি। আমি বুঝি তুমি ক্ষত্রিয় জাতি রাজসন্তান হইবে নতুবা অন্য কোন জাতি হইলে ভীত হইয়া স্বতো ব্যাঘ্রমুখে পতিত হইয়া থাকিতো। তুমি বড় সাহসিক বট তোমার এতাদৃশ সাহস সন্দর্শনে আমার অতিশয় পরিতোষ হইল আর সকল পরিচয় এ বিপদ্‌হইতে পরমেশ্ব রানুকম্পাতে উদ্ধার হইলে পশ্চাৎ হইবে কিন্তু এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহার উপায় চিন্তাকর তোমার ভয় উভয়হইতে আমার সা ধ্বস কেবল শার্দূলহইতে। এই প্রকার ঋক্ষবাক্য শ্রবণে রাজপুত্র বিবেচনা করিলেন এ ভল্লুক শার্দূলহইতে সসাধ্বস হইয়াছে আমিও তথাবিধ ইহাতেই বুঝি ইহার সঙ্গে সন্ধি হইতে পারি বে। যেহেতুক উভয়ে উত্তপ্ত না হইলে মিলন হইতে পারে না ইহা মনে করিয়া রাজপুত্র ভালুককে কহিলেন। হে বন্ধু শুন আমি বিপন্ন হইয়া তোমার সহিত মিত্রতা করিতে সাকাঙ্ক্ষ হই য়াছি তুমিও বিপদ্‌গ্রস্ত বট অতএব ইদানী ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া নি ষ্কপটে পরস্পর মৈত্রীকরা উচিত হয় অন্যথা বিশ্বাসের অভাব প্রযুক্ত কার্য্যারম্ভে নিষ্কম্পাপ্রবৃত্তি হওয়া দুর্ঘট। যদ্যপি অন্যোন্য বাধ্যবাধকভাবহেতুক উভয়ের সমাবেশ বাধিত হয় তথাপি পর স্পর অগ্নিবিরুদ্ধ পদার্থেরদের প্রয়োজন বিশেষে সমবায়ে তৈল বর্ত্তি শিখাসমাবেশে আলোকরূপার্থসিদ্ধির ন্যায় অর্থ সিদ্ধি হইতে পারে। অতএব উভয় বিশ্বাসে পরস্পর সখ্য হইলে পরস্পরের সাহায্যে শত্রুহইতে দুএর ত্রাণ সম্ভাব্যমান হয়। রাজপুত্রের এই কথা শুনিয়া ভল্লুক কহিল হে রাজপুত্র তো মার উক্তবাক্য গ্রাহ্য বটে। স্বর্ণ রূপ্য মণি মুক্তা মরকতাদি জঙ্গমধন ও গ্রাম নগর শাখানগর দেশ রাষ্ট্রপ্রভৃতি অজঙ্গম

ধন লাভহইতে সাম্মত্রপ্রাপ্তি পরম লাভ ইহা হিতোপদেশকেরা কহিয়াছেন। যে কারণ বহুতরব্যয়ায়াস দুঃসাধ্যসিদ্ধি সুহৃৎ সহকারে অনায়াসে হয় কিন্তু তুমি রাজবংশজাত তোমাতে বিশ্বাস করিতে সংশয় হয়। রাজপুত্র কহিলেন সে সন্দেহ কেবল তোমারি নয় আমারো বটে অগত্যা অগতিকাগতি স্বীকার নীতিপ্রণীত বটে।

ভল্লুক এ কথা শুনিয়া ধর্ম্মতঃ রাজপুত্রের সঙ্গে মৈত্রী করিয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন অবিশ্বস্তে যদি বিশ্বাস অবশ্য কর্ত্তব্য হয় তবে শেষ আপনার অধীনে যাহাতে থাকে তাহা করা আবশ্যক। এ ব্যাঘ্র ক্ষুধিত বুভুক্ষু আহারার্থী কতক্ষণ বা এথা থাকিবে অবশ্য কিয়ৎক্ষণ পরে ভক্ষণীয়ান্বেষণে স্থানান্তরে যাবে। ভল্লুক এই বিবেচনা করিয়া রাজপুত্রকে কহিল হে রাজকুমার তুমি অতি সুকুমার পদব্রজে কঠিন বন ভূমি ভ্রমণেতে নিতান্ত ক্লান্ত একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ অতএব অবশিষ্ট রাত্রি প্রথমভাগে তুমি শয়ন কর আমি জাগরূক থাকি শেষার্দ্ধে আমি নিদ্রা যাইব তুমি জাগরণ করিবা। রাজপুত্র ভল্লুকের এই কথাতে বৃক্ষশাখাবলম্বনে সাবধানপূর্ব্বক শয়ন করিলেন ভল্লুক জাগরণে থাকিল। পরে শার্দূল তরুমূলহইতে ঋক্ষকে কহিল হে ভল্লুক তুমি আমাহইতে আত্মীয় প্রাণপরিত্রাণ যে কর সেই তোমার অতিবড় যোগ্যতা। তুমি আবার অতিসুন্দর কোমলকলেবর রাজকিশোর শরীরের মাংসাভিলাষি আমার প্রাতিকূল্যাচরণ কর তোমার এ বিষম সাহস আমার অতিশয় দুঃসহ বুঝি তোমার শালিকামধ্যস্থের মত অবস্থা হইবে। ভল্লুক কহিল ভীরুকে ভয়হইতে ত্রাণ করা ও শরণাপন্ন প্রতিপালনকরারূপ পরমধর্ম্মার্থে জলবুদ্বুদ প্রায় ক্ষণভঙ্গুর শরীর ব্যয় যদি হয় তবে ইহার পর পরম ভাগ্য কি। ভল্লুকের এতাদৃশ বাক্যশ্রবণে শার্দ্দূল অকুতোভয়প্রায় ঋক্ষকে লক্ষ করিয়া অতিশয় রোষাবেশে আক্রোষ ও আস্ফালন করত গভীর ঘোরতর গর্জন করিল। তাহাতে নৃপনন্দন অত্যন্ত ভয়েতে উদ্বিগ্ন হইয়া নিদ্রা মোচন করিয়া উঠিলেন। ভল্লুক নিদ্রোত্থিত রাজপুত্রকে হৃদয়ঙ্গম বচনেতে সান্ত্বনাকরণপূর্ব্বক আশ্বাস করিয়া রাজবংশ্যকে বিশ্বাস করিয়া স্বয়ং নিদ্রাবেশে থাকিল। তৎপর রাজপু

ত্রকে ব্যাঘ্র কহিল হে রাজকিশোর আমি তোমাকে অভয় প্রদান করিলাম তুমি আমাকে এ ব্যলীক মূর্খ ভালুকটা প্রতিদান কর হাত দিয়া এ দুষ্ট দুরাত্মাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেও আমি ইহার মাংসভোজন রক্তপানেতে তৃপ্ত হইয়া এদুর্ম্মদ সাহঙ্কারের দর্প ও গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমি নিষ্কণ্টক ও নির্ভয় হইয়া স্বচ্ছন্দে স্বমন্দিরে গমন কর। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি তোমার অনিষ্ট কিঞ্চিন্মাত্রও করিব না। আমি কৃতজ্ঞ কৃতঘ্নতাতে যে দোষ হয় তাহা বিলক্ষণ জানি। অতএব তুমি যদি আপনার কল্যাণ চাহ তবে নিঃশঙ্ক হইয়া এ ভল্লুককে ফেলিয়া দেও নতুবা এবৃক্ষের উপরে অন্নপান রহিত হইয়া কতদিন থাকিবা যখন নামিবা তখন তোমার ঘাড় ভাঙ্গিয়া রক্তপান করিব। ভল্লুকের আনুকূল্যে আমার ভয়হইতে তোমার রক্ষা হইতে পারিবে না।

ব্যাঘ্রের এই বাক্য ভয়ব্যগ্রতাপ্রযুক্ত রাজপুত্র পূর্ব্বাপরানুসন্ধান না করিয়া ভল্লুককে ফেলিয়া দিতে ঠেলা দিবামাত্রে ভল্লুক সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল ঈষৎ বক্রগ্রীব হইয়া রাজপুত্রকে অনিমেষ বিস্তারিত চক্ষুতে অবলোকন করিয়া কহিল ভাল২ এইতো বটে আমি তোমার নিমিত্তে যে বর্ব্বর বৈরির সঙ্গে বৈর করি তাহারি ঈপ্সিতমত বিপক্ষের সহকারিতা তুমি কর এ উচিত বটে। তুমি বালক চপলস্বভাব কেবল পরদর্শিতদর্শী নিজে ভদ্রাভদ্র বিবেচনা তোমার কিছুমাত্র নাই অতএব তোমার অপরাধ ক্ষমা করিলাম। ভল্লুক রাজপুত্রকে এতদ্রূপ পবিত্র ভর্ৎসন করিতেছে ইতোমধ্যে পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে সূর্য্যের কিরণ প্রকাশ হইল এবং ঐ রাজপুত্রের চতুরঙ্গিণী সেনা সমস্ত রাত্রি রাজনন্দনকে তত্ত্ব করিতে২ ঐ বৃক্ষের অনতিদূরে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহাতে অশ্বের হেষা ও হস্তির বৃংহিত ও রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ শ্রবণে ব্যাঘ্র শীঘ্র পলায়ন করিল। এবং ভল্লুক রাজপুত্রসমভিব্যাহারে বৃক্ষহইতে অবরোহণ করিয়া নৃপনন্দনের ঝুটিকা বাম হস্তের দৃঢ়তর মুষ্টিতে ধরিয়া স সে মি রা এই বর্ণ চতুষ্টয় একৈক উচ্চারণ করত দক্ষিণ হস্তেতে নির্ঘাত চপেটাঘাত চতুষ্টয় করিয়া প্রস্থান করিল। রাজতনয় তদবধি বাতুল হইয়া স সে মি রা এতাবন্মাত্র, শব্দকরত মহারণ্যমধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করি

তেং স্বসৈন্যসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যবর্গেরা সুকুমার রাজকুমারকে অতিশয় মলিন মুখ ও ব্যাকুল ও গলিত বেশভূষাবসনকেশপাশ উন্মত্ত হঠাৎ দেখিতে পাইয়া হর্ষবিষাদাবিষ্টচিত্ত হইয়া শীঘ্র সুখাসনবাহনে রাজধানীতে আনীত করিয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত করিল।

রাজা প্রাণতুল্য প্রিয়তম পুত্রকে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনেতে কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্টে তাদৃশ দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন মানস হইয়া অতিমাত্র দুঃখেতে স্তব্ধ হওত কিয়ৎকাল থাকিয়া মন্ত্রিপ্রভৃতিকে আজ্ঞা দিলেন। যে দেশেং ঘোষণা দেও আমার পুত্রকে যে এ দুরবস্থাহইতে মুক্ত করিয়া পূর্ব্বাবস্থা ব্যবস্থাপিত করিবে তাহাকে আমি লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দিব। এতাদৃশ রাজশাসনানুসারে রাজকীয় পুরুষেরা সর্ব্বত্র ঢেঁড়ি দেওয়াইল তাহাতে অনেক চিকিৎসক আসিয়া যতং চিকিৎসা করিল তাহাতে সসেমিরা এতাবন্মাত্র ভাষণের পরপর অতিশয়তা হইতে লাগিল প্রতিকার লেশমাত্রও হইল না। ইহাতে ভূপাল যথেষ্ট খিদ্যমান হইয়া বিদ্যাবিনোদনামা মুখ্যমন্ত্রিকে কহিলেন হে ধীধাম তুমি আমার রাজলক্ষ্মীর ভূষণ তোমার বুদ্ধি আমার বিপদ্ নদী তরঙ্গের দৃঢ়তর তরণি। আমার এক পুত্র সর্ব্বরাজলক্ষণাক্রান্ত অত্যন্ত বিক্রান্ত অতিমনোহর গুণবত্তম তাহার ঈদৃশ অনুপম দুর্দশা ইহাহইতে অধিক দুঃখ আমার আর কি ঈশ্বরেচ্ছা নিরঙ্কুশা সাধ্য কি। ইহার কারণাবধারণ পূর্ব্বক বিহিত প্রতিকার যেরূপে হয় তাহাতে মনোযোগ করিয়া যত্ন কর। ইহাতে আমার প্রাণপর্য্যন্ত পণ তোমার পর আমার আর পরম বন্ধু কে। মনোদুঃখের কথা সুহৃজ্জনসমীপে মুক্তকপাট প্রায় হয়। মুখ্য মন্ত্রী মহারাজের এবম্বিশিষ্ট কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া ততোধিক দুঃখার্ত্ত হইয়া রাজাজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া শোকেতে অতিশয় ঘনং দীর্ঘ নিঃশ্বাস কারি মহারাজকে সত্য হিত প্রিয়বচনে আশ্বাস ও সান্ত্বনা করিয়া আলয়ে আসিলেন। স্বগৃহে গিয়া বধূরূপে অন্তঃপুরস্থ কালিদাসকে সকল সমাচার সুগোচর করিলেন। কবিবর কালিদাস উত্তর করিলেন আমি এ সকল বিষয় সবিশেষ আমূলতো জানিলাম রাজপুত্রের এ উপদ্রবের শান্তি বাক্যমাত্রে মণিমন্ত্র মহৌষধি

ব্যতিরেকে আমি ঝটিতি করিতে পারি। মন্ত্রী কালিদাসের এতাদৃশ আশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া অমৃতাভিষিক্তের ন্যায় হইয়া সুস্থান্তঃকরণে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শয়ন করিলেন।

এ কথা শুনিয়া ধরাধরনাম বৈজপালভূপালতনয় আচার্য্য প্রভাকর গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে গুরু কালিদাসের নারী রূপে মন্ত্রিমন্দিরে অবস্থিতির বীজ কি। শিষ্যের প্রশ্ন শুনিয়া গুরু কহিলেন হে প্রিয় শিষ্য শুন রাজপুত্রের উন্মত্ততা হওয়ার পূর্ব্বে কিছু দিন উজ্জয়নীপতি মহারাজ ভানুমতীনাম্নী স্বপ্রেয়সী মহিষীর সর্ব্বাঙ্গ সৌন্দর্য্যাদি নানা গুণেতে একান্ত বশীভূত হইয়া অনুক্ষণ তদবলোকনের বিরহ অসহিষ্ণুতাপ্রযুক্ত এক চিত্রকরকে ভানুমতীর মূর্ত্তি চিত্রপটে চিত্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তাহাতে চিত্রকর বহু যত্নপূর্ব্বক যথেষ্ট চেষ্টাতে তুলিকাকরণক ঘটিত পটেতে নৃপপট্ট মহিষীর প্রতিমূর্ত্তি সম্পূর্ণরূপে চিত্র পুত্তলিকার্পিত করিয়া মহারাজসমক্ষে অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ বিষয় করিল। রাজা কিঞ্চিৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তি কালিদাসকে সন্দর্শনার্থ চিত্রপট সমর্পণ করিলেন। কালিদাস দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন যৎকিঞ্চিদঙ্গবৈকল্য হইয়াছে। ইহাতে রাজসাক্ষাৎ দণ্ডায়মান চিত্রকর দুঃখিত হইয়া অধোমুখ হওয়াতে তৎকর্ণোপরিস্থ তূলিকা ভূমিতলে পড়িল তাহাতে এক ছিটা কালী চিত্রপুত্তলিকার জঘনপ্রদেশে লাগিল। তাহা দেখিয়া কালিদাস চিত্রকরকে বলিলেন হে চিত্রকর দুঃখী হইও না সর্ব্বতোভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন চিত্র পুত্তলিকা হইয়াছে। রাজা কালিদাসের এবম্বিধ পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি মুহর্মুহুঃ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে পূর্ব্বহইতে অধিক উরুস্থলে একবিন্দু মসী সংলগ্ন হইয়াছে। তাহাতে রাজা সকল সভাসদ্‌কে তৎক্ষণে বিদায় করিয়া অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া বনিতার জানুদেশে বিশেষ দৃক্‌পাত করিয়া মসীকণার ন্যায় এক তিল দেখিতে পাইয়া কালিদাসের প্রতি অন্তঃক্রুদ্ধ হইয়া মনে করিলেন যে এ কি আশ্চর্য্য আমার অদৃষ্ট যে মদীয় পত্নীর গুপ্তাঙ্গচিহ্ন তাহা কালিদাস কিরূপে জানিলেন বুঝি কালিদাসের লম্পটতা দুরাচরণ

কিছু থাকিবে। পরোক্ষে দারদর্শন প্রীতিভঙ্গের অব্যভিচারি কারণ ইহাতে সৌহার্দ্দ ব্যবহার কিরূপে থাকে।

এবম্বিধবিবিধপ্রকার সংশয়েতে সন্দিগ্ধ হইয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা দিলেনকালিদাস যেন আজিঅবধি আমার দৃষ্টিপথে না আইসে। হে রাজপুত্র দীর্ঘদর্শি সচিবপ্রবর তৎপ্রযুক্ত তদবধি কবিরত্ন কালিদাসকে স্ত্রীবেশে আপনার অন্তঃপুরে গোপনে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। এ কথা শুনাইয়া ধরাধর নাম রাজকিশোরকে প্রভাকর গুরু কহিলেন হে শিষ্য শুন অতিপ্রত্যূষে অসাধারণ গুণবান মন্ত্রী গাত্রোত্থান করিয়া মুখপ্রক্ষালন শৌচ দন্তধাবনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যাদি কৃত্য সমাপন করিয়া রাজসভোপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজসম্মুখে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক সবিনয় সমাবেদন কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন হে মহারাজ নিজ ভৃত্য বিজ্ঞাপনে অবধান হউক। রাজকিশোরের নিমিত্তে পরিবেদনা পরিত্যাগ করুন আমার বধূহইতে রাজকুমারের ব্যামোহের বিহিত প্রতিকার হইবে আমি ইহা নিশ্চিত বুঝিয়াছি। রাজা কহিলেন ইহার পর পরম লাভ কি গৌণ করিও না অবিলম্বে কর তবে আমার অতিবড় উপকার হয়। রাজার মন্ত্রী পুত্রের ব্যামোহজন্য ব্যাকুলতাপ্রযুক্ত এবম্প্রকার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ এক পদে স্বগৃহে আসিয়া স্ত্রীবেশধারি কালিদাসকে দোলা যানে রাজবাটীতে আনয়ন করিয়া সভা সমীপে যবনিকাব্যবধানে অর্থাৎ পরদার মধ্যে রাখিয়া রাজাকে বিজ্ঞপ্তি করিলেন। রাজা পণ্ডিতসমভিব্যাহারে ঐ পুত্রকে হস্তে ধারণ করিয়া আগত হইয়া যবনিকানিকটে পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া বসিলেন। যবনিকামধ্যস্থিত কালিদাস রাজাকে অতিদুঃখী দেখিয়া পূর্ব্বপ্রীতি সংস্কারপ্রবাহের আতিশয্যে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া অতিবিনয়ে বনের বৃত্তান্ত সমস্ত কহিলেন। রাজা পুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন ওরে বৎস বনে কি এইরূপ হইয়াছিল। রাজপুত্র স সে মি রা এতাবন্মাত্র উত্তর করিলেন। রাজা কপালে করাঘাত করিয়া অধোমুখ হইলেন চক্ষুহইতে জলধারা বহিতে লাগিল। অনন্তর কালিদাস রাজপুত্রের দুঃখ পরিহারার্থ অত্যন্ত উৎকণ্ঠাতে উচ্চৈঃস্বরে প্রথম এক শ্লোক পড়িলেন সে শ্লোক এই ॥ সদ্ভাবপ্রতিপন্নানাং বঞ্চনে কা বিদ

গ্ধতা। অঙ্কে কুমারমাদায় হত্বা কিন্নাম পৌরুষং॥ এই শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই আত্যন্তিক সারল্যে বিশ্বাস করিয়া ধনপ্রাণ সমর্পণ যে করে তাহার সঙ্গে কাপট্যব্যবহার করাতে কি বিদগ্ধতা অর্থাৎ কৌশল। বালককে অঙ্কে অর্থাৎ কোলে করিয়া গলা টিপি দিয়া মারাতে কি পৌরুষ অর্থাৎ পুরুষার্থ। এই পদ্য পড়িয়া কালিদাস যুবরাজকে প্রশ্ন করিলেন হে রাজ পুত্র আত্মসমাচার কহ তাহাতে রাজকুমার সকার পরিত্যাগ করিয়া সে মি রা এই বর্ণত্রয় পৌনঃপুন্যে অর্থাৎ বারম্বার উচ্চা রণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালিদাস শ্লোকান্তর পাঠ করিলেন॥ সেতুবন্ধে সমুদ্রেচ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে। ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী ন মুচ্যতে॥ এ শ্লোকের অর্থ এই সেতুবন্ধে ও সমুদ্রে ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমেতে ব্রহ্মহা ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ সকল মুক্ত হইতে পারে মিত্রদ্রোহী পুনর্মিত্রের অপকারকরণ জনিত পাপহইতে কদাচ উদ্ধার পাইতে পারে না এই দ্বিতীয় শ্লোক শুনিয়া যুবরাজ সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মিরা মিরা এই শব্দ আম্রেড়িত করিতে লাগিলেন। পরে কালিদাস তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন সে শ্লোক এই॥ মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ। তে সর্ব্বে নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাক রৌ॥ এ শ্লোকের অর্থ এই সুহৃদের অনিষ্ট যে করে ও যে উপকারকের অপকার করে কিম্বা উপকারককর্তৃক কৃতোপ কার স্মরণ ও তৎপ্রত্যুপকার না করে আর যে জন বিশ্বাসঘাতী হয় এবম্প্রকার নরেরা নরকে তাবৎ পড়িয়া থাকে যাবৎ চন্দ্রার্ক অহোরাত্র করিতেছেন। রাজপুত্র এ পদ্য শুনিয়া রা রা এই বর্ণমাত্র দুই তিনবার উক্তি করিয়া মৌনী হইলেন। তাহার পর কালিদাস উপদেশার্থে চতুর্থ শ্লোক পাঠ করিলেন সে এই॥ রাজাসি রাজপুত্রোসি যদি কল্যাণমিচ্ছসি। দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো দেবতারাধনং কুরু॥ এ চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই। হে যুবরাজ তুমি রাজাও বট এবং রাজপুত্রও বট যদি আপন কল্যাণ ইচ্ছা কর তবে সে সকল পাতকবিনাশার্থে ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর ধন বিতরণ কর ও জপ যজ্ঞ পূজাদিদ্বারা দেবতারদের আরাধনা কর। এইরূপে নারীবেশধারি কালি দাস শ্লোক চতুষ্টয় শুনাইয়া নৃপনন্দনকে প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য দূর করিয়া স্বভাবস্থ করিলেন।

রাজা মন্ত্রিকে সম্মানপূর্ব্বক কহিলেন। হে দীর্ঘদর্শিশ্রেষ্ঠ
ইদানীন্তন কবিসমূহমধ্যে অলৌকিক অবশ্য ফলসাধক অব্যর্থ
বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় এতাদৃশ লোকাতীত কাব্যকরণ সামর্থ্য কা
লিদাসব্যতিরেকে অন্যের দেখি নাই। ইনি কি সাক্ষাৎ সরস্ব
তী তোমার বধূরূপে মূর্ত্তিমতী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন।
তোমার কি ভাগ্য না জানি জন্মান্তরে তুমি কি অনির্ব্বচনীয়
পুণ্য করিয়াছিলা। আমি তোমার এ বধূর সবিশেষ পরিচয়
জিজ্ঞাসু হইয়াছি তোমার অভিপ্রায়সিদ্ধ যদি হয় তবে তোমার
এই পুত্রবধূকে আমি কিছু প্রশ্ন করি। মন্ত্রী কহিলেন যে
আজ্ঞা মহারাজ ইহার বাধা কি মদীয় যে সকল বিষয় সে ভব
দীয়। অনন্তর রাজা মন্ত্রির আশয় পাইয়া প্রশ্ন করিলেন সে
এই। গৃহে বসসি চার্ব্বঙ্গি অটব্যাং নৈব গচ্ছসি। ঋক্ষব্যাঘ্র
মনুষ্যাণাং কথং জানাসি সুন্দরি॥ এ শ্লোকের অর্থ হে সুন্দ
রি তুমি ঘরে থাক অটবী কখন যাও না তবে ঋক্ষব্যাঘ্রমনুষ্যের
দের যেপ্রকার হইয়াছিল বনবৃত্তান্ত তুমি কি প্রকারে জানিলা।
ইহাতে কালিদাস কহিলেন॥ দেবগুরুপ্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে
সরস্বতী। তেনাহং নৃপ জানামি ভানুমত্যাস্তিলং যথা॥ এ
শ্লোকের অর্থ এই। হে রাজন অভীষ্ট দেবতার ও আচার্য্যের
প্রসন্নতাতে আমার জিহ্বাগ্রবর্ত্তিনী বাগ্দেবী সেই কারণে আমি
এ সকল বিষয় জানি যেমন ভানুমতীর তিল। রাজা এই শ্লোক
শ্রবণমাত্রে হর্ষে লজ্জা লেশমাত্র না করিয়াও আপনি ভদ্রাসন
হইতে হঠাৎ উঠিয়া যবনিকামধ্য প্রবিষ্ট হইয়া স্ববয়স্য কালি
দাসকে করে ধরিয়া সভামধ্যে আনিয়া পাদানত হইয়া অতি
মধুরবচনে স্বদোষক্ষালনার্থ অনুনয় করিতে উপক্রম করিলেন।
হে পণ্ডিতশিরোমণি আমি রাজ্যাভিমানে উন্মত্ত হইয়া স্ত্রৈণতা
দোষে আপনকার স্বরূপ না জানিয়া সমুচিত প্রতিফল পাইলাম
এইক্ষণে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন সভামধ্যে আমার সম্মুখে
সুবর্ণময় পীঠে উপবিষ্ট হইয়া ত্বদীয় বিচ্ছেদজন্য মদীয় মনস্তাপ
আলাপ অমৃতের দ্বারা শান্ত করুন। মহারাজের এতাদৃশ মধুর
বাণী শ্রবণ করিয়া কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস উত্থাপিত দক্ষিণহস্ত হই
য়া হে মহারাজাধিরাজ আপনকার মঙ্গল হউক। ঈদৃশ
আশীর্ব্বাদ শ্রীল শ্রীমহারাজাধিরাজকে বিজ্ঞাপন করিয়া সভ্য
পণ্ডিতগণকে সম্ভাষণপূর্ব্বক রাজাজ্ঞাতে ঐ স্বর্ণময় পীঠে উপ

বিষ্ট হইলেন। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয় স্তবকে প্রথম কুসুমং।

দ্বিতীয় কুসুম।

তদনন্তর কালিদাস কবি কবিতার দ্বারা পৃথিবীপতিকে পরমাপ্যায়িত করিয়া কহিলেন। হে মহারাজ অবধান হউক। অনির্ব্বার্য্য দর্প কন্দর্পের প্রধান শস্ত্র স্ত্রীজাতি তাহার বশে যে না আইসে সেই ইহলোকে পরলোকে জয়ী আর স্ত্রীজিত যে জন সে যে সর্ব্বত্র পরাজিত ইহা কি কহিব অতএব স্ত্রীতে অত্যন্তাসক্তি রাজকুমারেরদের বিহিত নয় এতদর্থ তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ কল্পনাতে স্ত্রীনিন্দানুবাদিকা সকল রাজকুমারদিগকে পরমহিতোপদেশ কারিকা নীতিমাতৃকা স্বরূপ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথা শ্রবণ করুন।

অতিধন্য মান্য প্রতাপশালী কাশ্মীররাজ হস্তী অশ্ব রথ পদাতিচয় চতুরঙ্গিণী সেনা সঙ্গে লইয়া মৃগয়ার্থ কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কাটারি কাঁড় খাঁড়া বর্ষি খড়্গ ছুরী বন্দুকদিগর বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রেতে এবং শিকারি কুকুরের দ্বারা শশ শল্যক শূকর গণ্ডক বাতমৃগ কৃষ্ণসার সম্বর রৌহিষ গবয় গন্ধর্ব্ব গোকর্ণ শৃমর চমর রোহিতপ্রভৃতি নানাবিধ মৃগজাতি সংহার করিয়া অরণ্যানী হইতে আসিতেছেন ইত্যবসরে ঐ মহারণ্যমধ্যে প্রথমরাত্রে মনোহর মধুর বামাস্বরে গান ও কঙ্কণালঙ্কার ঝণৎকার নূপুরাদির ধ্বনি শুনিতে যেমন পাইলেন তেমনি তৎশ্রবণেতে অনির্ব্বার্য্য কামপীড়াতে বাধিতবুদ্ধি হইয়া রাগান্ধতাহেতুক পূর্ব্বাপর বিবেচনাশূন্য হইয়া তৎসঙ্গীত ধ্বনি লক্ষে একাকী পদব্রজে ধাবমান হইলেন। তদনন্তর কাশ্মীররাজ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঐ মনোহর কুঞ্জমধ্যে পরমসুন্দরী স্ত্রীকে দেখিতে পাইয়া কামাতুর হইয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণোদ্যত হওয়ামাত্রে ঐ যুবতী কাশ্মীররাজকে নিতান্ত কামপীড়িত জানিয়া ক্ষণমাত্র লুক্কায়িতা ক্ষণমাত্র প্রত্যক্ষগোচরা কদাচিৎ অতিদূর বিদ্যুতের ন্যায় দৃশ্যমানা কদাচিৎ সন্নিধিবর্ত্তিনী ভূয়োভূয়ঃ হওত নানা বাক্চাতুরী করিতে লাগিল। ইহাতে মহারাজ অতিদীনহীন ন্যায়